ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 September 2021 ■ আগরতলা ২৫৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং ■ ৯ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আইন শৃঙ্খলা নিয়ে বিধানসভায় বিরোধীদের মুলতুবি প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায় ওয়াকআউট

রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা পরিকল্পিতভাবে বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা হচ্ছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। আইন শৃঙ্খলা ইস্যুতে আজ বিধানসভায় কাদা ছুড়াছুড়ি মাত্রা ছাড়িয়েছে। বিরোধীরা আক্রান্তের অভিযোগ এনে ত্রিপুরা সরকার এবং শাসক দল বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র বিষোদ্গার প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা বিঘ্ন করার জন্য নাম উল্লেখ না করে বিরোধীদেরই নিশানা করেছেন। তিনি রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা বিঘ্ন ঘটালে কঠোর পদক্ষেপের নিদান দিয়েছেন।

এদিন রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিধানসভায় মুলতবি প্রস্তাবের দাবিতে বিরোধীরা প্রচন্ড হৈচৈ করেছেন। কারণ, অধ্যক্ষ বিরোধী দলের বিধায়ক সুধন দাসের আনা মুলতবি প্রস্তাব খারিজ করে দিয়েছেন। কিন্তু, বিরোধীরা মুলতবি প্রস্তাবের উপর আলোচনায় বারবার চাপ দেন। এক সময় বিরোধীরা ওয়েলে নেমে বিক্ষোভও দেখিয়েছেন। কিন্তু, অধ্যক্ষ তাঁদের আবেদনে সম্মতি দেননি। বরং একই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বিবৃতি দেবেন। তাই, মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দেওয়ার পর বিরোধীরা আলোচনা করতে পারবেন বলে তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করেন অধ্যক্ষ। কিন্তু, অধ্যক্ষের ওই প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে বিরোধীরা প্রতিবাদে সোচ্চার হন। বিরোধীদের হৈ হট্টগোলের মাঝেই অধ্যক্ষ বিধানসভার পরবর্তী কার্যসূচি প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করেন। তাই, প্রতিবাদে তাঁরা অধিবেশন ওয়াকআউট করে বেরিয়ে যান। অধিবেশনের প্রথমার্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ এনেছেন

শুক্রবার বিধানসভা অধিবেশনে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

এবং সমগ্র অধিবেশন বয়কটের সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিয়েছেন।

ত্রিপুরার দ্বাদশ বিধানসভার দশম অধিবেশনের আজ ছিল প্রথম দিন। আজ সভার শুরুতেই অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। তারপর যথারীতি অধ্যক্ষ সভার পরবর্তী কার্যসূচী শুরু করার জন্য প্রস্তুতি নেন। তখনই বিরোধী দলের সদস্য ত্রিপুরার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মুলতবি প্রস্তাব খারিজ করার কারণ জানতে চান। অধ্যক্ষ তাঁকে সাফ জানান, নির্দিষ্ট আইন মেনেই মুলতবি প্রস্তাব খারিজ করা হয়েছে। কারণ, আজ একই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিবৃতি দেবেন। তাই, একই বিষয়ে দুইবার আলোচনার সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়, বলেন তিনি। বিরোধীদের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রস্তাব, মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দেওয়ার পর আপনারাও আলোচনা করতে পারবেন। এখন অযথা সময় নষ্ট করার যৌক্তিকতা নেই।

কিন্তু, অধ্যক্ষের প্রস্তাবে আশ্বস্ত হননি বিরোধী দলের সদসরা। বিধায়ক সুধন দাস বলেন, ত্রিপুরায় আইনগ-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা সম্পুর্ন ভেঙ্গে পড়েছে। বিরোধী দলের কর্মী থেকে শুরু করে নেতারা ক্রমাগত আক্রমনের শিকার হচ্ছেন। পার্টি অফিস ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আবার কোথাও পার্টি অফিসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এমনকি, পত্রিকা অফিসেও হামলা হয়েছে। সুধন বাবু, বিরোধীদের উপর সংগঠিত সন্ত্রাসের ভয়াবহতা প্রমানে রক্তে ভেজা একটি শার্ট বিধানসভায় তুলে ধরেন। আক্রান্ত হওয়ার পর ওই শার্ট রক্তে ভিজেছে, বিধানসভায় তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্ত অধ্যক্ষ তাঁদের আশ্বস্ত করেন, মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দেওয়ার পর এ-সমস্ত বিষয় তোলে ধরে আলোচনায় অংশ নিন। তিনি বিরোধীদের কাছে বিধানসভা পরিচালনায় সহযোগিতা চেয়ে আপাতত প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করার অনুরোধ জানান।

এদিকে, বিরোধীরাও নিজেদের দাবিতে অনড় থেকে ওয়েলে নেমে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রদেশ কংগ্রেসের নয়া সভাপতি বীরজিত সিনহা গঠিত নতুন পূর্ণাঙ্গ কমিটিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বদল হয়েছেন। নতুন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক বীরজিত সিনহা। তিনি পীযুষ কান্তি বিশ্বাসের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। আজ সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি বদল ও নতুন সভাপতি নিযুক্তির আদেশ জারি করেছে। সাথে নতুন পূর্ণাঙ্গ কমিটিও ঘোষণা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় কংগ্রেস কার্যত সাইনবোর্ড সর্বস্বে পরিণত হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের আস্ফালনে একের পর এক কংগ্রেস নেতা দলবদল করে চলেছেন। ফলে, ত্রিপুরায় কংগ্রেসের সংগঠন ধরে রাখাই দায় হয়েছে। তাতে, গভীরভাবে চিন্তিত কংগ্রেস হাই কমান্ডও। গত লোকসভা নির্বাচনে শাসক দল বিজেপিকে বেশ কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রে ভাল টক্কর দিয়েছিল কংগ্রেস। তখন শতবর্ষ প্রাচীন ওই দলে প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মন, সুবল ভৌমিকদের মতো নেতারা ব্যাটন সামলেছেন।

এছাড়াও, প্রাক্তন বিধায়ক তাপস দে, দলের প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বাপ্টু চক্রবর্তী সহ আরো অনেকেই কংগ্রেসের হাল ধরে রেখেছিলেন। বিশেষ করে যুব সংগঠনে লড়াকু মেজাজের তরুণ নেতৃত্ব রাজ্যে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। কিন্ত, লোকসভা নির্বাচনের পর থেকে কংগ্রেসে দলবদলের হিড়িক পড়েছে।

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন এবং এনআরসি নিয়ে দলের সাথে দুরত্ব তৈরী হওয়ায় প্রদ্যুত কিশোর সভাপতির পদের সাথে কংগ্রেস থেকেও ইস্তফা দেন। তিনি নতুন দল গঠন করেন। সেই দল এডিসি নির্বাচনে শাসক দল বিজেপিকেও পেছনে ফেলে দিয়েছে। প্রদ্যুতের ইস্তফার পর প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় আইনজীবী পিযুষ কান্তি বিশ্বাসকে। তাঁর ছেলে পূজন বিশ্বাস দায়িত্ব পান যুব কংগ্রেসের। ফলে, ত্রিপুরাও কংগ্রেসে পরিবারতন্ত্রের অভিযোগ এনে একের পর নেতা দুরত্ব তৈরী করেন।

সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের নজর পড়েছে ত্রিপুরায়। তৃণমূল রাজ্যে পা রাখতেই সুবল ভৌমিক, প্রকাশ দাস থেকে শুরু করে বহু শীর্ষ কংগ্রেস নেতা দলবদল করেন। কংগ্রেসের যুব সংগঠনেও তৃণমূল থাবা বসিয়েছে। ফলে, কংগ্রেস ক্রমশ সাইনবোর্ডে পরিণত হচ্ছে। এদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে আইনজীবী পীযুষ কান্তি বিশ্বাস পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। পরিস্থিতি বুঝে কংগ্রেস হাইকমান্ড তাঁকে বুঝিয়ে পদত্যাগ প্রত্যাহার করিয়েছিল। কিন্ত, শীর্ষ নেতৃত্ব উপলব্ধি করেছেন, ত্রিপুরায় নেতৃত্বের বদল না হলে মরা গাঙ্গে পাল তুলতে পারবে না কংগ্রেস।

তাই, প্রদেশ কংগ্রেসের ব্যাটন তুলে দেওয়া হয়েছে প্রবীণ নেতা বীরজিত সিনহার হাতে। তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের নয়া সভাপতি হয়েছেন। এর আগেও তিনি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। এদিকে, নতুন পূর্ণাঙ্গ কমিটিতেও কংগ্রেস হাই কমান্ড সিলমোহর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ইস্পাত মজুতে সাব্রুমে গড়ে উঠবে স্টক ইয়ার্ড, আশ্বাস কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও স্টিলের ভীষণ চাহিদা রয়েছে। কিন্ত, কাঁচা মালের অভাবে এই অঞ্চলে ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্ল্যান্ট গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। তবে, যোগাযোগের অপার সম্ভাবনার কারণে ত্রিপুরায় সাব্রুমে স্টিলের স্টক ইয়ার্ড স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের। আজ আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ইস্পাত রাষ্ট্র মন্ত্রী রাম চন্দ্র প্রসাদ সিং জানিয়েছেন, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারে ছাড়পত্র এবং আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ স্থাপনে ত্রিপুরা যোগাযোগের ক্ষেত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রবেশ দ্বার হতে চলেছে। তাই, এই অঞ্চলের স্টিলের যোগানে সাব্রুমে স্টক ইয়ার্ড স্থাপনে পরিকল্পনা রয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরা সফরে এসে রাজ্যে ইস্পাত নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। মূলত, লজিস্টিক সমস্যায় ইস্পাতের পরিবহন খরচ অনেক বেড়ে যায়। তবে, আগামী দিনে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে সাব্রুম উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রবেশ দ্বার হতে চলেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে যোগাযোগ আরও প্রসস্থ হবে। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের সাথে খুবই কম সময়ে এবং অল্প খরচে পণ্য পরিবহন সম্ভব হবে।

তাঁর কথায়, বর্তমানে এই অঞ্চলে ১.৫ লক্ষ টন ইস্পাতের প্রয়োজন রয়েছে। সে ক্ষেত্রে স্টক ইয়ার্ড গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, বর্ষা ঋতুতে বিভিন্ন নির্মান কাজ বন্ধ থাকে। তাই, কাজে কোন ধরনের বাধা-বিপত্তি এড়াতে স্টক ইয়ার্ডের প্রয়োজনীয়তা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমেরিকায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনের সাথে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

আমবাসায় বিজেপির যুবনেতার বাড়িতে স্বদলীয়দের হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। ধলাই জেলার কুলাই ঠাকুর পল্লী এলাকার শাসকদলের এক যুব নেতার বাড়িতে হামলা ও হুজ্জতির ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। পূর্ব শত্রুতার জেরে আমবাসা মহকুমার কুলাই ঠাকুর পল্লী এলাকার বাসিন্দা যুবনেতা অমল দেবনাথের বাড়িতে হামলা চালায় একই দলের বিজেপির যুব মোর্চার প্রাক্তন সভাপতি লান্টু সাহা।

এমনই অভিযোগ করেন অমল দেবনাথ।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গতকাল রাতে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অমল দেবনাথের বাড়িতে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। এই সময় অমল দেবনাথ বাড়ির বাইরে ছিল।তার স্ত্রী ও মেয়ে অনুষ্ঠানে ছিল।।সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে পূর্বশত্রুতার জেরে অমল দেবনাথের বাড়িতে হামলা চালায় বিজেপির প্রাক্তন যুব মোর্চার সভাপতি লান্টু সাহা। এমনই অভিযোগ করেন তিনি।

অমল দেবনাথ জানান, তার বাড়ি থেকে স্বর্ণালঙ্কারসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে যায় তারা। ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র ভেঙে চুরমার করে দেয় বলে অভিযোগ।এ বিষয়ে অমল দেবনাথ আমবাসা থানায় নামধাম সহকারে অভিযোগ করেছেন।

এখন দেখার বিষয় আমবাসা থানার অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহন করে কি না। শাসক দলের মধ্যে দুই নেতার এমন কর্মকান্ড দেখে হতভম্ব সাধারণ মানুষ।

হাইকোর্টে ও সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ৬৬৫ টি মামলা বিচারাধীন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। এই সংখ্যা গত ৩১ জুলাই পর্যন্ত হাইকোর্ট এবং সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ৬৬৫টি মামলা বিচারাধীন আছে। এর মধ্যে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ৫৪৪টি মামলা বিচারাধীন আছে। সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিচারাধীন মামলা ১২১টি। আজ বিধানসভায় বিধায়ক নির্মল বিশ্বাসের এক প্রশ্নের উত্তরে আইন দপ্তরের মন্ত্রী একথা জানান।

শুক্রবার বিধানসভা অধিবেশন চলাকালে বিরোধী বেঞ্চের সদস্যরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং ওয়াকআউট করেছেন। ছবি নিজস্ব।

কাশিনাথ দাসের জীবনাবসান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ভারতীয় বিদ্যাভবনের অধিকর্তা কাশিনাথ দাস আজ সকালে কলকতায় একটি বেসরকারী হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁকে গত কয়েকদিন আগে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভরতি করানো হয়। কিন্তু, সেখানেও তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। তাঁর ফুসফুসে সংক্রমণ দেখা দেয়। তিনি কোভিড আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এখানে বেসরকারী হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করে। রোগীর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকায় তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, ফুসফুস সংক্রমণ মোকাবেলায় হাসপাতালগুলি প্রায় ব্যর্থ এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর সাথে দীর্ঘ লড়াই করে কাশিনাথ দাসের জীবনাবসান ঘটে। তাঁর মৃত্যুতে রাজ্যের শিক্ষা মহলে গভীর শোকের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় জানালেন

উগ্রপন্থার ব্যবসা এখন আর চলবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। উগ্রপন্থার ব্যবসা এখন আর ত্রিপুরায় চলবে না। উগ্রপন্থীদের হাতিয়ার করে রাজনীতি করাও যাবেনা। কারণ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। রোজগারের পাশাপাশি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুযোগ-সুবিধা পৌছে দেওয়া হয়েছে। তাই, ত্রিপুরায় উগ্রপন্থা ফিরে আসবে, অযথা ভীত সন্ত্রস্থ হবেন না। আজ বিধানসভায় ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য আশীষ কুমার সাহার উত্থাপিত বেসরকারী প্রস্তাবের জবাবে এভাবেই অভয় দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। সাথে তিনি আশ্বস্ত করেন, ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায়-বিচারের জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে নিয়োগ করে তদন্ত কমিশন গঠনের বিষয়টির সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে বিবেচনা করা হবে।

ছবি-ইন্টারনেট থেকে সংগৃহিত

আজ বিধানসভায় ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য আশীষ কুমার সাহা বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, দীর্ঘ সাড়ে চার দশক ধরে চলে আসা নিষিদ্ধ ঘোষিত উগ্রপন্থীদের দ্বারা ত্রিপুরায় খুন, সন্ত্রাস ও অপহরণের মত ঘৃণ্য ঘটনাগুলির পিছনে কোন রাজনৈতিক দল, সংস্থা কিংবা ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত ছিল বা এখনো রয়েছে, তা জনসম্মুখে তোলে ধরার উদ্দেশ্যে উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে শীঘ্রই বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করার জন্য ত্রিপুরা সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করুক। এদিন উগ্রপন্থী ইস্যুতে বামেরাই কার্যত তাঁর নিশানায় ছিলেন। তিনি বলেন, বাম জমানায় মন্ত্রী, বিধায়ক উগ্রপন্থার বলি হয়েছেন। বহু নেতা, কর্মী অপহৃত হয়েছেন। সেই কালো অধ্যায় ত্রিপুরায় আবারও ফিরে আসছে, এমনটাই মনে করা হচ্ছে।

তাঁর বক্তব্য, নির্বাচন এগিয়ে আসলেই ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় উগ্রপন্থীদের ব্যবহার অতীতে ত্রিপুরাবাসী দেখেছেন। ত্রিপুরায় এক সময় উগ্রপন্থীরা অবাধে খুন, লুট চালিয়েছে। তাদের গুলিতে বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য খুন হয়েছেন। অথচ, ওই খুনের ঘটনায় গঠিত ইউসুফ কমিশনের রিপোর্ট আদালতের হস্তক্ষেপে বামফ্রন্ট সরকার বাধ্য হয়ে প্রকাশ করেছে। তিনি রিপোর্টের উদ্বৃতি দিয়ে বলেন, বৈরী হামলায় প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রীর সাথে উগ্রপন্থীর যোগাযোগ ছিল, ইউসুফ কমিশনের রিপোর্টে সাফ উল্লেখ রয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় হল, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে উদ্ধার যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। খোয়াইয়ে উদ্ধার যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ। মৃত যুবকের নাম নিরঞ্জন মুন্ডা। ঘটনা বাইজালবাড়ি উদ্দমদা পাড়া এলাকায়। খোয়াইয়ের বাইজালবাড়ি উদ্দমদা পাড়া এলাকায় মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।জানা যায় ,নিরঞ্জন মুন্ডা মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভোগছিল। গত কিছু দিন আগে পরিবারের কাউকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। বহু খোজা খোজির পরও খুজে পাওয়া যায় নি নিরঞ্জনকে।খোয়াই বাইজালবাড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে নিরঞ্জনের নামে নিখোজ ডাইরিও করা হয় পরিবারের পক্ষ থেকে। অবশেষে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবৈধ দখলদারদের খপ্পর থেকে ৫১৯ টি সরকারি প্লট উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা সরকারের রাজস্ব বিভাগ ত্রিপুরা ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্মস অ্যাক্ট ১৯৬০ এর বিধান অনুযায়ী অবৈধ দখলদারদের খপ্পর থেকে এখন পর্যন্ত ৫১৯ টি সরকারি প্লট উদ্ধার করেছে। রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মা শুক্রবার বিধানসভায় একথা বলেন। অমরপুরের বিধায়ক রঞ্জিত দাসের প্রাইভেট মেম্বার রেজোলিউশনের জবাবে মন্ত্রী এই সত্য স্বীকার করেছেন যে সরকারি জমি অবৈধভাবে দখল করা হয়েছে। এটা একটা সত্য যা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ১৯৬০ (১১ তম সংশোধনী) অনুসারে, জেলা কালেক্টর এবং মহকুমাশাসকদের এই ধরনের ঘটনায় মামলা করার এবং অবৈধভাবে দখল করা হলে জমি পুনরুদ্ধার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। গত সাড়ে তিন বছরে আমাদের সরকার অবৈধ দখলদারদের দখল থেকে ৫১৯ টি প্লট উদ্ধার করেছে। ধর্মীয় উদ্দেশ্যে দখল করা ২১৯ টি প্লটও উদ্ধার করা হয়েছে। রাজস্ব মন্ত্রী আরও বলেন, পাট্টা জমি এবং তার বরাদ্দ মানচিত্রে কলম ও কাগজে ভৌত অবস্থার মধ্যে অসঙ্গতি বিদ্যমান। আমি এই প্রচেষ্টায় সমস্ত বিধায়ক এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে সাহায্য চাইছি যাতে এই ধরনের দখল বন্ধ করা যায়। আগের সরকার ১ লক্ষ ২৮ হাজার সুবিধাভোগীদের পট্টা দিয়েছিল।

কিন্তু যখন বিভাগ দ্বারা তদন্ত করা হয়েছে তখন দেখা গিয়েছিল যে প্রকৃত মানচিত্রে এবং পাট্টা হোল্ডারদের দখলকৃত জমির অবস্থার মধ্যে তীব্র পার্থক্য রয়েছে। বিষয়টি দ্রুততম সময়ে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চলছে বলে জানান রাজস্ব মন্ত্রী। এর আগে, অমরপুর নির্বাচনী এলাকার বিধায়ক রঞ্জিত দাস প্রাইভেট মেম্বার রেজুলেশন এনেছেন এবং এই ধরনের দখলদারদের বিরুদ্ধেকঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। বিধায়ক সুধাংশু দাস এই প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন যে ত্রিপুরা হর্টিকালচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের অন্তর্গত ২০০০ কানিরও বেশি জমি সিপিআইএম বিধায়ক সুধন দাস এবং রাজনগর এলাকায় তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অবৈধ দখলে রয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৩৩২ ▫ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং ▫ ৯ আশ্বিন ▫ শনিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

স্কুল খুলতেই করোনার আতঙ্ক

রাজ্যের স্কুল গুলিতে পঠন পাঠন শুরু হইতেই নতুন করিয়া আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে বনেদি স্কুল বলে পরিচিত শিশু বিহার স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের বেশ কয়েকজন ছাত্র করোণায় আক্রান্ত হইয়াছে। বাস্তব পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া শিশু বিহারের প্রাথমিক বিভাগের পঠন পাঠন বন্ধ করা হইয়াছে। অফ লাইনে পড়াশোনা বন্ধ করিয়া অনলাইনে পঠন-পাঠন শুরু করা হইয়াছে। রাজ্যের অন্যান্য স্কুলগুলিতেও এ ধরনের আতংক দেখা দিতে পারে। সামনেই বাঙ্গালীদের প্রধান উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব। দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে বাঙালি প্রাণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা প্রতিবছরই পরিলক্ষিত হয়। আমাদের রাজ্যে দুর্গোৎসব শুধুমাত্র বাঙ্গালীদের জাতীয় উৎসব নয়, জাতি ও উপজাতির উপর অংশের মানুষ এ উৎসবে আনন্দ উল্লাসে গা ভাসিয়ে দেন। আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই দুর্গোতবের আনন্দ উৎসবে শামিল হইয়া থাকেন। নিঃসন্দেহে শারদীয়া দুর্গোৎসব রাজ্যের জাতি উপজাতি উভয় অংশের মানুষের মিলন উৎসবে পরিণত হইয়াছে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া গত বছর হইতে মানুষ অনেকটাই সাবধানতা অবলম্বন করতে শুরু করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে এই ধরনের প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। শারোদৎসব বড়জোর আর এক মাস বাকি। শারদ উৎসবকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই তৎপরতা শুরু হইয়া গিয়াছে।বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, কোভিড অতিমারির তৃতীয় প্রবাহও তখনই শিখরে পৌঁছাইবে। আমেরিকা ইতিমধ্যেই সেই তৃতীয় প্রবাহ প্রত্যক্ষ করিতেছে। আমেরিকায় প্রাত্যহিক আক্রান্তের সংখ্যা দেড় লক্ষ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। সেই দেশে অবশ্য অতিমারির পালে উৎসবের বাতাস লাগে নাই। স্কুল খুলিয়া দেওয়ায় অপ্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বিপজ্জনক বেগে সংক্রমণ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অন্য দিকে, একটি উৎসব কী ভাবে অতিমারির পরিস্থিতিকে গুরুতর করিয়া তুলিতে পারে, তাহার মোক্ষম প্রমাণ কেরল। যে রাজ্যটি কোভিড সামলাইবার কাজে শুধু দেশেই নহে, আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি পাইয়াছে, এই বৎসরের ওনাম উৎসব তাহাকে ফের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন করিল। ঘটনা হইল, উৎসবের গণচরিত্রে ত্রিপুরার দুর্গোৎসব গোটা দেশে একটি নির্ভরযোগ্য স্থান দখল করিয়াছে। উদ্বেগজনক ভাবে, পূজা যাহাতে সুপার স্প্রেডার না হইয়া উঠিতে পারে, তাহা নিশ্চিত করিবার যথেষ্ট উদ্যোগ এখনও দেখা যাইতেছে না। পূজার আয়োজন সর্বাধিক কোন মাপের হইতে পারে, দর্শনার্থী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কী কী বাধানিষেধ মানিয়া চলিতে হইবে, সরকারের তরফে এখনও অবধি সেই বিষয়ে কোনও স্পষ্ট নির্দেশ নাই।

করোণ ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে নিজেদের রক্ষা করিতে হইলে জন কোলাহলে নিজেদের সামিল করিলে বিপদজনক আকার ধারণ করিতে পারে। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরের বিভিন্ন স্থানে গনেশ পূজাকে কেন্দ্র করে যেভাবে জনকোলাহল পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাতে করোণা ভাইরাস সংক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করিতে পারে । এই বিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকিতে হইবে। অন্যথায় আসন্ন শারদ উৎসবে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে। অতএব সাধু সাবধান।

দিল্লির লক্ষ্মীনগরে বাড়িতে আগুনে মৃত্যু একজনের, জখম দমকল কর্মী

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দিল্লির লক্ষ্মীনগরে একটি বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হল একজনের। আগুন নেভাতে গিয়ে জখম হয়েছেন একজন দমকল কর্মী। শুক্রবার দিল্লি লক্ষ্মীনগরের মঙ্গল বাজার এলাকায় অবস্থিত একটি বাড়িতে আগুন। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের মোট তিনটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

দমকল সূত্রের খবর, অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয়েছে একজনের। আগুন নেভানোর সময় জখম হয়েছেন একজন দমকল কর্মী, তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কীভাবে আগুন লাগল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। শর্টসার্কিটের কারণেও আগুন লাগতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

কর্ণাটকের সেরা বিধায়ক মনোনীত ইয়েদুরাপ্পা, স্মারক উপহার দিলেন বিড়লা

বেঙ্গালুরু, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কর্ণাটকের সেরা বিধায়ক মনোনীত হলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা। ২০২০-২১ বছরে সেরা বিধায়ক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন ইয়েদুরাপ্পা। শুক্রবার বিধানসভায় (বিধান সৌধ) ইয়েদুরাপ্পার নাম ঘোষিত হয় সেরা বিধায়ক হিসেবে। সেরা বিধায়ককে স্মারক উপহার দিয়েছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। সেরা বিধায়ক মনোনীত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি ইয়েদুরাপ্পা। এদিন কর্ণাটক বিধানসভায় লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বলেছেন, 'আমাদের দ্বারা প্রণীত আইন নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা আমাদের কর্তব্য, বিধায়কদের আরও সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকা উচিত, যাতে যে আইনগুলি তৈরি হয় সে বিষয়ে কোনও প্রশ্ন না ওঠে।' বিড়লা আরও বলেছেন, 'যখন সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল, তখন আইনকে কর্তব্যপরায়ণ, সৎ এবং দায়িত্বশীল করে তোলার চেষ্টা হয়েছিল, যাতে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য পথ সুগম হয়।'

রবিবার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে অমিত শাহ, কথা বলবেন মাও-অধ্যুষিত ১০ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আগামী রবিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর উচ্চ-পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ওই দিন দেশের মাওবাদী-অধ্যুষিত ১০ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বর্তমান পরিস্থিতির পাশাপাশি ভবিষ্যতের রোডম্যাপ নিয়েও আলোচনা হতে পারে ওই বৈঠকে। রবিবার দিল্লি বিজ্ঞান ভবনে হবে ওই বৈঠক।

মাওবাদী-অধ্যুষিত ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, বিহার, ওডিশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, কেরল ও মধ্যপ্রদেশ-এই ১০টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অথবা তাঁদের প্রতিনিধিরা বৈঠকে অংশ নেবেন। বর্তমান পরিস্থিতি তাঁরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরবেন। প্রসঙ্গত, প্রতিবছর এমন বৈঠক আয়োজিত হয়, কিন্তু করোনা-পরিস্থিতির কারণে গত বছর এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়নি। বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লা, আইবি-র ডিরেক্টর অরবিন্দ কুমার ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকরা। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

আদালতে দৃশ্যে মদ্যপান,কপিল শর্মার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে এফআইআর

মুম্বই, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স) : এবার বিপাকে 'দ্য কপিল শর্মা শো'। কপিল শর্মা সঞ্চালিত এই অনুষ্ঠানের একটি পর্বে মঞ্চে আদালতের আবহ তৈরি করে সেখানে মদ্যপান করার দৃশ্য দেখানো হয়। আদালত অবমাননার অভিযোগে এই অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশের শিবপুরীর জেলা আদালতে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। শিবপুরীতে এফআইআর দায়ের করা ওই আইনজীবীর কথায়, "দ্য কপিল শর্মা শো অনুষ্ঠানটি বেশ অগোছালো। এখানে মহিলাদের নিয়েও অশ্লীল মন্তব্য করা হয়। একটি পর্বে আদালতের দৃশ্যে অভিনেতাদের মদ্যপান করতে দেখা যায়। এ ধরনের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ হওয়া উচিত।" বিতর্কে উঠে আসা পর্বটি ২০২০ সালের ১৯ জানুয়ারি সম্প্রচারিত হয়। এর পর আবার চলতি বছরের ১৪ এপ্রিল সেই পর্বটি টেলিভিশনে দেখানো হয়। এই ধরনের দৃশ্যের মাধ্যমে আদালতকে অসম্মান করা হয়েছে বলে মনে করছেন সেই আইনজীবী। ১ অক্টোবর এই মামলার শুনানি হবে।'দ্য কপিল শর্মা শো'-তে কপিল ছাড়াও সুমনা চক্রবর্তী, কিক্কু শারদা, ভারতী সিং, অর্চনা পূরণ সিংয়ের মতো তারকাদের দেখা যায়। বলিউডের তাবড় অভিনেতারা আসেন কপিলের অতিথি হয়ে।হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

জালিয়ানওয়ালাবাগের থিম পার্ক ইতিহাস ধ্বংসের শামিল, পরের লক্ষ্য বাপুজির সবরমতি আশ্রম

শোভনলাল চক্রবর্তী

সরু গলিপথ দিয়ে সেদিন শুধু ব্রিটিশ সেনার বুটের শব্দ। জেনারেল ডায়ারের সেনারা সেদিন ওই পথ ধরেই মার্চ করে ঢুকেছিল জালিয়ানওয়ালাবাগে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে গর্জে উঠেছিল তাদের রাইফেল, হাজার হাজার মানুষের রক্তে সেদিন লাল হয়ে গিয়েছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ। অপরিসর যে গলিপথ দিয়ে পালানোর সুযোগ পায়নি হতভাগ্য মানুষগুলো। জালিয়ানওয়ালাবাদ গণহত্যার শতবর্ষ কেটে যাওয়ার পরও সেই গলিপথ ছিল একই রকম। ইতিহাস বিজড়িত সেইঅপরিসর রাস্তাটুকুই যেন সেদিনের নারকীয় হত্যালীলার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্বোধন করা জালিয়াওনাবাগের নতুন কমপ্লেক্সে কোথায় সেই নানকশাহি ইটে বানানো অপরিসর গলিপথ? তার জায়গায় বসেছে ম্যুরাল শোভিত গ্যালারি। আধা অন্ধকার গলিপথ এখন ঝাঁ চকচকে রাস্তা । গলিপথের মাথা ঢেকেছে আচ্ছাদনে। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ইতিহাসকে সুরক্ষিত করতেই নাকি এই ভোলবদল। কিন্তু থিম পার্ক লেজার লাইচ, ম্যুরল গ্যালারিতে সজ্জিত এই 'নয়া' জালিয়ানওয়ালাবাগ—এটা ইতিহাসকে সুরক্ষিত করা, নাকি ধ্বংসের চেষ্টা? ঐতিহাসিক সৌধের কর্পোরট লুক দিলে আধুনিক স্থাপত্য তৈরি হয় বটে, কিন্তু হারিয়ে যায় ঐতিহ্য। আসলে সুকৌশলে ১৯১৯-এর সেই ভয়াবহ গণহত্যার যে টুকু চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল, তা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হল। আর এস এস বিজেপি'র স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি এই হল দৃষ্টিকোণ। জনতাকে সব ভুলিয়ে দাও, তারপর নতুন করে শুর হবে স্বাধীনতার বিনির্মাণ। ইতিহাস বইয়ে যে স্থানটির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে, সেই স্থানটাকেই আজ ইতিহাস করে দেওয়া হল। এরপর ওই বর্ণনা মুছে দেওয়া হবে ইতিহাসের পাতা থেকে। এই বিনির্মাণ পদ্ধতি শুরু হয়েছে, কারণ আর এস এস বিজেপি'র স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনও অবদান নেই, উল্টে তাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গ দিয়েছিলেন ব্রিটিশদের। প্রসঙ্গত, ১০২ বছরে বেশ কয়েকবার জালিয়ানওয়ালাবারে ছোটখাটো সংস্কার হলে, সংকীর্ণ এই গলিপথ বা দেওয়ালে গুলির দাগ---গণতহত্যার এই জ্বলন্ত চিহ্নগুলি বিন্দুমাত্র বদলানো হয়নি। এই বিপর্যয় তাঁরাই ঘটাতে পারেন, যাঁরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে অজ্ঞ। যে প্রধানমন্ত্রী মুখে বলছেন, অতীতের ভয়াবহ স্মৃতি ভুলে যাওয়া কোনও দেশের পক্ষেই উচিত নয়, তিনিই বেছে বেছে অতীতের কোনও ভয়াবহ স্মৃতি ভুলিয়ে দিতে হবে, আর কোনও ভয়াবহ স্মৃতি মানুষের মনে জাগিয়ে রাখতে হবে, তা ঠিক করে দিচ্ছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের ত্যাগ ভুলিয়ে দাও, আর দেশভাগের দাঙ্গার স্মৃতি মানুষের মনে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলে দেশজুড়ে বিভাজনের রাজনীতি জারি রাখো, এই হচ্ছে মোদি-শাহ জুটির ক্ষমতা ধরে রাখার ফর্মুলা। এই বিভাজনের ফর্মুলা যে অব্যর্থ সেই অবিষ্কার তাঁরা গুজরাত দাঙ্গা করে হাতেকলমে প্রমাণ পেয়েছেন। তাই সেই গুজরাত ল্যাবরেটরির সাফল্য দেশের দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে তাঁরা ব্যস্ত। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের আরও বিকৃতি ঘটাতে গুজরাত সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার যৌথভাবে হাত দিয়েছে বাপুজির সবরমতি আশ্রমে। সেখানে ১২০০ কোটি টাকায় গড়ে উঠবে গান্ধি থিম পার্ক।, এই পার্ক হল আসলে গান্ধিকে দ্বিতীয়বার হত্যা করার শামিল। ৫৪ একর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই আশ্রমকে নতুন প্রকল্পে গড়ে তোলা হবে এক 'ওয়ার্ল্ড ক্লাস ট্যুরিস্ট স্পর্ট হিসেবে। আশ্রমের শান্তি, পরিবেশ ও আবেদনের ফলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। আসলে এই ভাবে আরএসএস বিজেপি তাদের মতো করে গান্ধিকে বিশ্বের দরবারে হাজির করবেন। এও ওই স্বাধীনতা সংগ্রামের বিনির্মাণেরই অংশ। তার প্রথম ধাপ গান্ধির নামের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যকরণ করা। সবরমতি আশ্রমের সেবাগ্রামেরপ মহাফেজখানায় রক্ষিত রয়েছে গান্ধিজী সংক্রান্ত অমূল্য সমস্ত নথি। সেই সব নথির বিলুপ্তি না ঘটাতে পারলেও সরকার সেগুলির দখল নিতে পারেন বলে আশঙ্কা করছেন সেবাগ্রামের বর্তমান পরিচালন সমিতি। বর্তমান সরকারের একটা বড় অংশের সদস্য গান্ধির হত্যাকারীকে পুজা করেন। ফলে তাঁদের হাতে ওই নথির কী পরিণতি হতে পারে, তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। আশ্রমের 'হৃদয় কুঞ্জ' গৃহে যেখানে গান্ধিজী ১৯২৭ থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত কাটিয়েছেন, এবং তার সংলগ্ন যে স্মারক মিউজিয়াম সেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ দেশবিদেশ থেকে আসেন। সেই ঘরে এবং মিউজিয়ামে ঢোকার পথে আজও গান্ধিজির ইচ্ছা অনুযায়ী কোনও নিরাপত্তা রক্ষী রাখা হয়নি, এবং মানুষ এখানে আসেন মূলত অনাড়ম্বরতার টানে। ১৯৬০-এরগোনার দিকে 'হৃদয় কুঞ্জ'-এর পাশে এই মিউজিয়ামের নকশা করেছিলেন বিখ্যাত স্থাপত্য শিল্পী চার্লস করেয়া। যে। মিউজিয়ামের স্থাপত্যে ধরা রয়েছে গান্ধির অনাড়ম্বর জীবনের প্রতিফলন। এই গৃহ ও সংলগ্ন মিউজিয়ামের নন্দনতত্ব, খোলামেলা পরিবেশ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশের টানেই মানুষ এখানে বার বার আসেন। সেই পরিবেশকে হত্যা করে এই নতুন প্রকল্পে গড়েতোলা হবে নতুন মিউজিয়াম, এম্ফিথিয়েটার, খাবার জন্য ফুট কোর্ট এবং গড়ে তোলা হবে দোকান ও সঙ্গে মল। আশ্রমের ভিতরে আজও রয়েছে গান্ধিজীর নিজের হাতে গড়ে তোলা হরিজন পল্লি। সেখানে বসবাস করেন বহু মানুষ। নতুন প্রকল্পে ওই পল্লি আর থাকবে না। পল্লি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ওই জায়গায় তৈরি হবে আধুনিক সুযোগসুবিধা যুক্ত কটেজ, পর্যটকদের জন্য। মোটা টাকার বিনিময়ে সেখানে রাত কাটানো যাবে। সরকার ভুলেগেছে যে, সবরমতিতে কেউ বিলাসিত াকরতে আসেন না। তাঁরা এখানে সুন্দর করে সাজানো বিশাল উঁচু মিউজিয়াম দেখতে আসে না। তাঁর দেখতে আসেন না তাঁরা দেখতে আসেন পর্ণকুটির ও সাধারণ জীবনযাপনের এক ছবি। সেটাই মানুষের মন থেকে মুছে দিতে এই পরিকল্পনা। এর বিরোধিতা করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে। কিন্তু সেই সব স্মারকলিপি যে চলে যাবে ছেঁড়া কাগজের ঝুলিতে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। গান্ধিকে আরএসএস বিজেপি যেমন সাজে সাজাবেন, তেমনটাই আমাদের মেনে নিতে হবে, এটা প্রধানমন্ত্রীর আত্মসুকের অংশ। তিনি যেমনটা চাইবেন, তেমনটাই হবে সবকিছু —অন্য যে কোনও একনায়কের মতো এটা তাঁর মজ্জাগত। তবে মনোবিদরা বলেন, এটা একটা অসুখ। নিজেকে বেলুনের মতো ফুলিয়ে রাখা। সেই বেলুনে পিন ফোটাতে পারেন একমাত্র দেশের জনতা । ইতিহাস যে থিম পার্ক নয়, এটা ইতিহাস ধ্বংসের শামিল। ইতিহাস মানে ডকুমেন্টেশন, সেটা সেই দিন হয়তো প্রধানমন্ত্রীর মাথায় ঢুকবে।

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

> আশ্রমের ভিতরে আজও রয়েছে গান্ধিজীর নিজের হাতে গড়ে তোলা হরিজন পল্লি। সেখানে বসবাস করেন বহু মানুষ। নতুন প্রকল্পে ওই পল্লি আর থাকবে না। পল্লি অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। মোটা টাকার বিনিময়ে সেখানে রাত কাটানো যাবে। সরকার ভুলেগেছে যে, সবরমতিতে কেউ বিলাসিতা করতে আসেন না। তাঁরা এখানে সুন্দর করে সাজানো বিশাল উঁচু মিউজিয়াম দেখতে আসেন না। তাঁরা দেখতে আসেন পর্ণকুটির ও সাধারণ জীবনযাপনের এক ছবি। সেটাই মানুষের মন থেকে মুছে দিতে এই পরিকল্পনা।

রবীন্দ্রনাথের 'দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন'

অর্ণব সাহা

১৯৩২। সদ্য পেরিয়েছে রবীন্দ্রনাথের ৭০ তম জন্মবর্ষ। 'নিউ থিয়েটার্স' কোম্পানি পরিকল্পনা নিল রবীন্দ্রনাথদের 'নটীর পূজা'-র চলচ্চিত্রায়ণ করবে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে এলেন ট্যালিগঞ্জের এনটি ওয়ান স্টুডিওর। ছবির সংগীত পরিচালক দিনু ঠাকুর । পুরো শুটিংয়ের কাজ শেষ হয়েছিল মাত্র তিনদিনে। অসহ্য গরম তখন। সেই সময় ফ্লোরে এয়ারকন্ডিশিনিং ব্যবস্থা না থাকায় চারদিক আটকানো দমবন্ধ গরমেই কাজ করতে হত সকলকে। গরম থেকে সাময়িক স্বস্তি দেওয়ার জন্য ছিল সারসের মতো উঁচু-গলার স্ট্যান্ডিং ফ্যানগুলো। বয়সের ভারে সেই গরম সহ্য না করতে পেয়ে গুরুদের শুটিংয়ের মাঝেই বেরিয়ে আসতেন ফ্লোরের বাইরে। আমগাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ফের ঢুকে যেতেন শুটিংয়ে। খবর গেল নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার বীরেন্দ্রনাথ সরকারের কানে। রবীন্দ্রনাথ কষ্ট পাচ্ছেন জেনেই তিনি তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দিলেন স্টুডিও ক্যাম্পাসের ভিতরেই পুকুরপাড়ে খড়েণ ছাউনি দেওয়া একটি 'গোলঘর' বানাতে। যে-ক'দিন গুরুদেব এখানে শুটিং করেছিলেন। ওই গোলঘরে বিশ্রাম নিতেন। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর এই সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় খুশি হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'এটা আমার কাছে দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন' প্রায় শতক পেরতে চলল, সেই 'গোলঘর' আজও এনটি ওয়ান স্টুডিওতে দাঁড়িয়ে আছে।

এই ছবির শুটিং চলাকালীনই চা খাওয়া নিয়ে এক মজাদার ঘটনা ঘটেছিল। ননীদা ছিলেন স্টুডিওর ক্যান্টিন ইনচার্জ। বিকেল তিনটের ব্রেকে ননীদার চা না-খেলে কলাকুশলী থেকে আরম্ভ করে অভিনতো -অভিনেত্রী কারও যেন দিনটা ভাল কাটত না। তিনটে বাজলেই ননীদা হাতে দুটো কেটলি নিয়ে চলে আসতেন ফ্লোরে। 'নটীর পুজা'-র শুটিং চলাকালীন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন। বীরেন্দ্রনাথ সরাকর ও পঙ্কজকুমার মল্লিকও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। গুরুদেব ননীদার চায়ের প্রতি সকলের আগ্রহ দেখে খুবই ঔৎসুক্য বোধ করলেন। তাঁর এবং ক্ষিতিমোহনবাবুর জন্য সুন্দর

ট্রেতে করে আলাদা কাপে চা এলেও রবীন্দ্রীথ বলে বসলেন, 'আম আমি তোমাদের ননীদীর চা ননীদার কাপে খাব। 'নটীর পূজা'-য় যেসব মেয়ে অভিনয় করছিল, ননীদা তাদেরও চা দিতে চাইলেন। কিন্তু তারা বলল চা খাবে না। ক্ষিতিমোহনবাবু ঠাট্টা করে বললেন, 'ওরা No Tea। কথাটা শুনে ননীদা খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। তখন গুরুদেব বাংলায় মানে করে বুঝিয়ে দিলেন---ওরা নটী অর্থাৎ নাচিয়ে, ওরা চা খাবে না। রাজ্যে সবাক চলচ্চিত্রের প্রথম যুদের অবিসংবাদী প্রতিষ্ঠান 'নিউ থিয়েটাস'-কে নিয়ে এরকম গল্প-কিংবদন্তি আজ আমাদের সিনেমার ইতিহাসের অঙ্গাঙ্গী হয়ে আছে। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ প্যারীচরণ সরকারের নাতি বিএন সরকার---তাঁর হাতে ধরে এই সিনেমা প্রতিষ্ঠানটি সেদিন ভারতজোড়া জাতীয়তাবাদী আবেগ থেকেই একের পর এক সুপার ডুপার হিট বাংলা, হিন্দি, উর্দু, ওড়িয়া, তেলুগু ও অন্যান্য ভাষার সিনেমা উপহার দিয়েছেন তাঁরা। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সত্যজিৎ রায়-সহ অন্যান্য আধুনিক পরিচালকের হাতে পড়ে বাংলা সিনেমা সত্যিই আন্তর্জাতিক চেহারা পায়। কিন্তু তার আগে খাঁটি বাঙালিয়ানার সিনেমা বলতে যা বোঝার তার কৃতিত্ব প্রধানত নিউ থিয়েটার্সের। বিলেত থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে দেশে ফিরে প্রথমে কারিগরি সংস্থায় যুক্ত হলেও খুব দ্রুত বাবা, অবিভক্ত ভারতের অ্যাডভোকেট জেনারেল নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের অমতে, ফিল্ম ব্যবসায় জড়িয়ে গেলেন বীরেন্দ্রনাথ। প্রথম থেকেই তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চেহারার পেশাদার এখজন পূর্ণাঙ্গ ফিল্ম -ব্যবসায়ী। তিনিই প্রথম একই সঙ্গে স্টুডিও, ছবি প্রযোজনা এবং তার পরিবেশনার সামগ্রিক দিকগুলি এক সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন। টালিগঞ্জে বিরাট নিজস্ব স্টুডিও ক্যাম্পাস, পরে আনোয়ার শাহ রোডে আর একটি স্টুডিও খোলা ছাড়াও কলকাতায় তিনি দু'টি প্রেক্ষাগৃহ গড়ে তোলেন---'চিত্রা' (পরে 'মিত্রা') এবং 'ড়িউ সিনেমা'। ১৯৩১ সালের ২৪ ডিসেম্বর নিউ থিয়েটার্স কোম্পানির ব্যানারে প্রথম সবাক ছবি মুক্তি পেল, শহরৎচন্দ্রের কাহিনি অবলম্বনে 'দেনাপাওনা'। পরিচালনা প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, ক্যামেরায় নীতিন বসু। ওই একই বছরে কয়েক মাস আগে প্রথম বাংলা সবাক ছবি অর্থাৎ 'টকি' 'জামাইষষ্ঠী' মুক্তি পায়, প্রযোজনায় 'ম্যাডান কোম্পানি'। মনে রাখতে হবে, সেই সময় বোম্বে নয়, সর্বভারতীয় সিনেমার প্রাণকেন্দ্রে ছিল কলকাতা। এখান থেকেই নিউ থিয়েটার্স প্রথণ ডবল ভার্সান ছবির রিলিজ শুরু করে এবং ভারতের প্রায় সবকটি প্রধান প্রাদ্রেদশিক ও সর্বভারতীয় ভাষায় ছবি বানাতে থাকে। লোকে বলত, 'হাতি-মার্কা' কোম্পানির ছবি কারণ ছবির শুরুতে দুটো হাতির মুখ মুখোমখিভাবে এবং শেষে একটি হাতিরমুখ লোগা হিসাবে দেখানো হত। সেইসঙ্গে লেকা থাকত একটি শ্লোক---'জীবতাং জ্যোতিরেতু ছায়াম্'।

সেই যুগের সমস্ত প্রখ্যাত পরিচালক, সিনেমাশিল্পী, শব্দযন্ত্রী ছাড়াও সমস্ত সেরা অভিনেতা-অভিনেত্রীব মিলনস্থল ছিল 'নিউ থিয়েটার্স'। সকলের মাথার উপর ছাতার মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন বীরেন্দ্রনাথ সরকার। ১৯৮৩১ থেকে ১৯৫৪-এই সিকি শতাব্দীই নিউ থিয়েটত্রার্সের স্বর্ণযুগ। বিএন সরকার প্রথম থেকেই চেয়েছিলেন সাহিত্যনির্ভর সুস্থ বাঙালি রুচির ছবি বানাতে। বক্স অফিসে সেরকম সফল না হলেও প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর পরিচালনায় 'চন্দীদাস' ছবিটি এই পর্যায়ের এক মাইলস্টোন বাংলা ছবি। সামাজিক জাতপাত ও অস্পৃশ্যতাকে পেরিয়ে চণ্ডীদাস ও রামীর প্রেম বাঙালি মননে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল সেদিন। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এটিই প্রথম ডবল-ভার্সান ছবি। এতে কৃষ্ণচন্দ্র দে-র গলায় 'ফিরে চলো আপন ঘরে' গানটি এতই জনপ্রিয় হয় যে এই গানের ৭৮-ডিস্ক রেকর্ড কয়েক লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছিল। ১৯৩৪ সালে প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রথম পদার্পণ নিউ থিয়েটার্সে। এই হাতি -মার্কা ব্যানারে তাঁর পরিচালিত-অভিনীত প্রথম ছবি 'রূপলেখা'। এই ছবিতে প্রথম হলিউড চলচ্চিত্র-ভাষার সার্থক প্রয়োগ ঘটালেন প্রমথেশ বড়ুয়া। এরপর ১৯৩৫-এ প্রমথেশ অভিনীত 'দেবদাস' সুপার -ডুপার হিট। মাত্র ৮৪ বছর বয়সে প্রথমেশের মৃত্যুর পরেও তাঁকে লোকে মনে রেখেছে মূলত 'দেবদাস' চরিত্রের জন্যই। পরে আরও অনেকগুলি 'দেবদাস' তৈরি হয়েছে বাংলা-হিন্দিতে, কিন্তু প্রথমেশের তীব্র প্যাশন ও সংবেদনশীলতা কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল। তাঁত মৃত্যুর পরে যখন অগণিত মানুষ পা মেলাচ্ছিলেন শোকমিছিলেন, লোকজন বলাবলি করছিল,'ও কে গেল গা?' উত্তর আসে, 'জানিস না লো দেবদাস গা, দেবদাস'। ১৯৩৭-র বেরয় প্রমথেশ বড়ুয়ার আরও একটি হিট ছবি 'মুক্তি'। ছবির নামকরণ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সজনীকান্ড দাশের লেখা এই গল্পের কাহিনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে জীবনের মুক্তির পথ দেখানো।

হাতি-মার্ক ব্যানারে কানন দেবীর প্রথম ছবি 'বিদ্যাপতি'। আত্মজীবনীতে এই অভিনেত্রী নিজেই লিখেছেন, 'মানময়ী গার্লস স্কুল আমায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বিদ্যাপতি এনেছে ভারতজোড়া মর্যাদা। বিদ্যাপতির অনুরাধা হওয়া আমার জীবনে এক বিস্ময়কর পালাবদলের যুগ। কাজী নজরুলের কাহিনি আর দেবকীকুমার বসুর পরিচালনায় এটি ছিল অন্যতম সফল ছবি। কৃষ্ণক জীবন নিয়ে সার্থক ছবি ছিল দেশের মাটি। যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা নিয়ে ছবি তৈরি হয়েছিল জীবনমরণ। যাঁরা বলেন মধ্য পঞ্চাশের নিও রিয়ালিস্ট ধাঁচের ছবির আগে বাংলা ছবিতে যথার্থ সমাজবাস্তবতা ধরা পড়েনি, তাঁরা বোধহয় বুলে যান ১৯৪৪ সালে বিমল রায়ের পরিচালনায় প্রথম ছবি 'উদয়ের পথে' কীভাবে নিম্নবিত্ত বাঙালি জীবনের মহাকাব্য এঁকেছিল। ছবিটি হিন্

অল ত্রিপুরা গর্ভমেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন এবং জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সোসাইটির উদ্যোগে ধর্মনগরে ন্যাশনাল হেলথ্ মিশনের নতুন নিযুক্ত মেডিকেল অফিসারদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে ধর্মনগরে। তাছাড়া দুই দিনের একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই স্বাস্থ্য শিবির মাল্টি স্পেশালিটি স্বাস্থ্য শিবির। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি ডাঃ শংকর চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

সরকারী উদাসিনতার কারনে ধর্মনগরের টিআরটিসি গ্যারেজ কার্যালয়টির বেহাল অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর।। সরকারী উদাসিনতার কারনে ধর্মনগরের বটরসি সীত ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের গ্যারেজ কার্যালয়টি মৃত্যু পথ যাত্রী।ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের ধর্মনগরের গ্যারেজ কার্যালয় থেকে ছয় বছর পূর্বে প্রতিদিন চারটি যাত্রী বাহি বাস গাড়ি রাজ্য ও বহিঃ রাজ্যে চলাচল করতো। কিন্তু বিগত বাম আমল থেকেই ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের ধর্মনগরের কার্যালয় ও গ্যারেজটির মৃত্যু ঘন্টা বাজতে শুরু করে। বর্তমানে ধর্মনগরের সড়ক পরিবহন নিগমের গ্যারেজে চারটি যাত্রীবাহি বাস গাড়ি সহ বেশ কয়েক লক্ষ টাকার সরকারী সা-সম্পতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অথচ রাজ্য সরকার এই সম্পতি রক্ষার কোন উদ্যাগ যেমন নিচ্ছে না,তেমনি ধর্মনগরের সড়ক পরিবহন নিগমের যাত্রী বাহি গাড়ি গুলি বন্দ হয়ে পড়ার ফলে সাধারন জনগনকেও সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের ধর্মনগরের গ্যারেজটি ভঙ্গদশায় পরিনিত হয়েছে। সরকারী উদাসিনতার কারনে সড়ক পরিবহন নিগমের বেশ কয়েক লক্ষ টাকার সম্পতি সহ চারটি যাত্রী বাহি গাড়ি জরাজীর্ণ অবস্তায় পড়ে রয়েছে। সড়ক পরিবহন নিগমের ধর্মনগর গ্যারেজ কার্যালয়টি থেকে বেশ কয়েক বছর পূর্বে নিয়মিত চারটি যাত্রী বাহি বাস গাড়ি চলাচল করতো।তারমধ্যে ধর্মনগর শিলচল,ধর্মনগর করিমগঞ্চ ও ধর্মনগর দশদা কাঞ্চনপুর ভায়া আনন্দ বাজার। প্রতিদিন সকালে এই যাত্রীবাহি গাড়ি গুলি ধর্মনগর সড়ক পরিবহন নিগমের গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে যাত্রী নিয়ে গন্তব্য স্থলের উদ্দেশ্য যাত্র করতো।আবার পুনরায় যাত্রী নিয়ে ধর্মনগরে ফিরে এসে গ্যারেজে প্রবেশ করত।গাড়ি গুলিতে যাত্রীও হতো বেশ ভালোই।কিন্ত দু হাজার পনেরো সাল থেকেই এই বাস গাড়ি গুলির চলাচল ধিরে ধিরে বন্দ করে দেওয়া হয়। সংবাদ সূত্রে প্রকাশ,এই রুট গুলিতে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের যাত্রী বাহি গাড়ি গুলি চলাচল করার ফলে বেসরকারী পরিবহন মালিকদের গাড়ি গুলিতে যাত্রী ভির তেমনটা হতোনা।যাত্রীরা সড়ক পরিবহন নিগমের বাসে করে চলাচল করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। সংবাদ সূত্রে প্রকাশ, রাজ্যের তৎকালিন বাম সরকার তার মটর শ্রমিক ইউনিয়ের সংঘটনকে মজবুত করার জন্য সুকৌশলে ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের অন্তিম যাত্রার পথ প্রসস্ত করেছিল।তাছাড়া যখন যাত্রীবাহি গাড়ি গুলি চলাচল করতো তখন উক্ত গাড়ি গুলিতে সমস্যা দেখাদিলে এই গ্যারেজে মেরামত করা হতো। গাড়ি মেরামত করার জন্য এই গ্যারিজে ছিল উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ও মেকানিক্স। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবত এই গাড়ি গুলি চলাচল না করার ফলে বর্তমানে গাড়ী গুলি যেমন বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে, তেমনি গ্যারেজের যন্ত্রপাতি গুলিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।গ্যারেজটির অবস্তাও জরাজীর্ণ। গ্যারেজটির ছাউনি ভেঙ্গে পড়ছে। গ্যারেজের মধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতিতে জং ধরে গিয়েছে। প্রায় সাড়ে তিন কানি জায়গার মধ্যে অবসিত ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন দপ্তরের ধর্মনগরের গ্যারেজটি।বর্তমানে ধর্মনগরের কার্যালয় ও গ্যারেজে ইনচার্জ সহ মোট চার জন কর্মী রয়েছেন।এই চার জন কর্মী জরাজীর্ণ গ্যারেজে বাড়ীটি প্রহরা দিচ্ছেন। তাছাড়া সরকারি উদাসিনতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নব্য কিচ্ছু মাফিয়া উক্ত গ্যারেজটিকে পার্কিং জোনে তৈরী করে অবৈধ ভাবে ব্যাবসা করছে। তাছাড়া ভবঘুরের যেমন আশ্রয়স্থল তেমনি অবৈধ মাদক ব্যানিজ্যের ঠেঁকেও পরিনিত হয়েছে এই গ্যারেজটি। প্রতিদিন সন্ধ্যা হতেই নিশিকুটুম্ভুদের আড্ডা স্থলে পরিনত হয় উক্ত গ্যারেজটি।বাম আমল থেকে সরকারের এই লাভজনক ব্যাবসাটির অন্তিম যাত্রা শুরু হলেও রাম আমলেও এর উন্নয়ন নিয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়নি। রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুন সরকারের ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান ধর্মনগরের কার্যালয় ও গ্যারেজটি পরিদর্শন করে যান। কিন্তু এর পরেও ধর্মনগরের সুবিশাল গ্যারেজটিতে কোন উন্নয়ন করা হয়নি। ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগমের ধর্মনগর অফিসের ইনচার্জ অনিমেশ দে কে এই গ্যারেজেটির বেহাল অবস্তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, এই গ্যারেজের সমস্যা সম্পর্কে দপ্তরের কর্তপক্ষও অবগত রয়েছেন। এদিকে ধর্মনগর এলাকার জনগন অভিযোগ করে বলেন, ধর্মনগর থেকে বহিরাজ্যের ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন দপ্তরের বাস সার্ভিস যখন চালু ছিল তখন তারা সহজেই অপেক্ষাকৃত কম ভাড়াতে ভ্রমন করতে পারতেন। জনগন অভিযোগ করে বলে দেশের অন্যান্য রাজ্যে রাজ্য সরকারের বাস গাড়ি চলাচল করছে। এবং অন্যান্য রাজ্যের রাজ্য সরকারের পরিবহন ব্যাবসা একটা লাভজনক ব্যাবসা হিসাবে পরিচিত। কিন্তু এই রাজ্যে রাজ্য সরকারের উদাসিনতার কারনে পরিবহন ব্যাবসা থেকে রাজ্য সরকার রাজস্ব পাচ্ছে না। ধর্মনগর বাসী আরো বলেন, আগরতলা শহরের পর ব্যস্ততম শহর হিসেবে ধর্মনগর শহর পরিচিত সুতরাং উত্তর জেলার জনগনের কথা চিন্তা করে পুনরায় ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন দপ্তরের বাস পরিষেবা পুরো দমে চালু করুক রাজ্য সরকার।

দুর্গাপূজা নিয়ে উদয়পুর মহকুমা শাসকের অফিসে আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ সেপ্টেম্বর।। আসন্ন দুর্গা পুজো উপলক্ষে উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়ের আহ্বানে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় রাজর্ষি কলা ক্ষেত্রে। উদয়পুরে দুর্গা পুজো উপলক্ষে সরকারি বিধি নিষেধ ও কোভিড গাইড লাইন মেনে পুজো করার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আজ শহরের ও শহরতলির বিভিন্ন ক্লাব, এন জি ও, বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে এই আলোচনা সভায় বিভিন্ন বিষয়ে গুরত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এই আলোচনা সভায় শহর ও শহরতলির বিভিন্ন ক্লাব, এন জি ও, বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায় , গোমতি জেলা পরিষদের সভাপতি স্বপন অধিকারী, উদয়পুর পুরপরিষদের প্রাক্তন পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, অনুপম চৌধুরী, মাতাবাড়ির বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ , উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ প্রমুখ আধিকারিক বৃন্দ।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির ও ঔষধ প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর।। প্রধানমন্ত্রীর ৭১ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে সেবা সমর্পণ অভিযানের অঙ্গ হিসেবে বিলোনিয়া মন্ডল তপশিলি জাতি মোর্চা এবং ডক্টরস সেল এর উদ্যোগে শুক্রবার সকাল ১০ ঘটিকা থেকে শুরু হয় বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির এবং ঔষধ প্রদান। বিলোনিয়া মহকুমার পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন মাইছড়া ভারতমাতা কমিউনিটি হলে এই স্বাস্থ্য শিবির কে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার, তপশিলি জাতির মোর্চার মন্ডল সভাপতি তপশিলি জাতি মোর্চা মন্ডল সাধারণ সম্পাদক তপশিলি জাতি মোর্চার জেলা সাধারণ সম্পাদক। ডাক্তারদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার অজয় বিশ্বাস, ববিতা দেবনাথ এবং ডক্টর সেলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার তন্ময় দাস।

রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের রাধানগর জিম সেন্টার পরিকাঠামোগত অভাবে ধুঁকছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর।। রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের রাধানগর জিম সেন্টার পরিকাঠামোগত অভাবে ধুঁকছে। নেই প্রশিক্ষণ দেওয়ার উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ক্রীড়া দপ্তর থেকে শুরু করে, জেলা পরিষদে সভাধিপতি সহ পঞ্চায়েত সমিতির কর্তৃপক্ষকে বহু বার জানিয়েও আশ্বাস ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় নি বলে জানা যায়। রাধানগর স্কুল সংলগ্ন এলাকায় ২০১৭ সাল থেকে পথ চলা শুরু হয় রাধা নগর জিম সেন্টার। প্রায় চার বছর অতিক্রান্ত হতে চলছে, পরিকাঠামো হীন ঘরের মধ্যে চলছে জিম প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো ভার উত্তোলনের যন্ত্রপাতি সহ অন্যান্য জিনিস পত্রের অভাব থাকার পরেও এই জিম সেন্টারের শিক্ষার্থীরা রাজস্থান , সিকিম, পশ্চিম বঙ্গের কোচ বিহারে জাতীয় স্তরে ভারত্তোলনের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে ভালো পারফরমেন্স দেখিয়ে গোল্ড মেডেল , সিলভার মেডেল, ব্রোঞ্চ মেডেল এমনকি ট্রফি আনতে সক্ষম হয় এই রাধানগর জিম সেন্টারের শিক্ষার্থীরা। সেবিকা দাস ৪৯ কেজি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে দুটি গোল্ড মেডেল হাসিল করে। শিখা মল্লিক ৪৫ কেজি বিভাগে একটি গোল্ড মেডেল, সিলভার মেডেল সহ অল ইন্ডিয়া বেসিক স্ট্রং ওমেন উপাধি অর্জন করে বলে জানা যায়। পরিকাঠামোগত ভাবে রাধানগর জিম সেন্টারটি উন্নয়ন না হলেও , প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো ভারোত্তোলনের জিনিসপত্র অভাব থাকলেও প্রশিক্ষক দুলাল দাসের প্রচেষ্ঠায় শিক্ষার্থীরা তাদের ভালো পারফরমেন্স দেখিয়ে প্রতিদ্বন্দিতায় একের পর এক জয়ের মালা হাসিল করে নিচ্ছে পাশাপাশি ছোট্ট পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করে , বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকের নতুন পালক গুঁজে দিয়েছে সেবিকা দাস, শিখা মল্লিক ও সঙ্গীতা চৌধুরীর মতো মেয়েরা। ছোট্ট একটি গ্রামের মেয়ে এরা। জিম সেন্টারে পরিকাঠামো না থাকা সত্তেও তাদের এই পারফরমেন্স এর জন্য গর্বিত সবাই। হরিয়ানাতে খেলো ইন্ডিয়া খেলো প্রতিযোগিতায় রাধানগর জিম সেন্টারের দুই জন শিক্ষার্থী শিখা মল্লিক ও সঙ্গীতা চৌধুরী অংশ গ্রহন করবে বলে জানায় এই জিম সেন্টারের প্রশিক্ষক দুলাল দাস। পাশাপাশি প্রশিক্ষক দুলাল দাস সহ ক্রীড়া ভারতী দক্ষিণ জেলার সভাপতি ও শিক্ষার্থীদের দাবী রাধানগর জিম সেন্টারের উপযুক্ত পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ দেওয়ার মতো জিনিস পত্রের দাবী তুলেছে রাজ্য সরকারের কাছে।

শিক্ষা আধিকারিককে ডেপুটেশন টেট টিচার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৪ সেপ্টেম্বর।। আজ বিকাল সাড়ে চারটা মিনিটে গোমতি জেলা শিক্ষা আধিকারিক সুবীর মজুমদারের নিকট ত্রিপুরা টেট টিচার ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধি দল প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশনে মিলিত হন। চারটা কুড়ি মিনিটে ত্রিপুরা টেট টিচার ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের গোমতি জেলা কমিটির উদ্যোগে এক মানব শৃঙ্খল তৈরি করেন গোমতি জেলার টেট শিক্ষক শিক্ষিকারা। পরে তাদের চাকুরির স্থায়ী করার দাবিতে এক প্রতিনিধি দল প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন প্রদান করেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক সুবীর মজুমদারের নিকট। এখানে উল্লেখ থাকে যে বিগত বাম সরকার টেট টিচারদের স্থির বেতনে চাকুরি প্রদান করেন -সর্ব শিক্ষা, রামসা ও বিজ্ঞান শিক্ষকদের মতো। যদিও টেট পরীক্ষা গ্রহন কারী টিআরবিটি সংস্থার গৃহীত পরীক্ষার মাধ্যমেই টেট টিচারের যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাই তাদের স্থির বেতনে চাকরি করার কথা নয়। তারপরও শুধুমাত্র বামফ্রন্টের লাইন দীর্ঘায়িত করার জন্য সর্ব শিক্ষা, রামসা ও বিজ্ঞান শিক্ষকদের মতো টেট উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদেরও ফিক্সড পে তে তিন বছরে চাকুরি করার কথা বলা হয়। তিন বছর হয়ে গেলেও সরকারের বা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিক থেকে শুরু করে কারো হেলদোল নেই।তাই ঐ সকল টেট টিচারের আজ তাদের চাকুরির স্থায়ীত্বের জন্য আজ মানব শৃঙ্খল তৈরি করে রেগুলার করার দাবি জানান।আজ টেট টিচারদের এই দাবির প্রতি সহমত পোষণ করে জেলা শিক্ষা আধিকারিক সুবীর মজুমদার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য দাবি সনদ দপ্তরের সচিবের নিকট পাঠিয়ে দেবেন বলে জানান ত্রিপুরা টেট টিচার ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সদস্যরা।প্রতিনিধি দলে ছিলেন ত্রিপুরা টেট টিচার ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের।উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির সভাপতি অরূপ দাস সহ অন্যান্য নেতৃবর্গ।

টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বিলোনীয়াতে বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ের সামনে মানবশৃঙ্খল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর।। দক্ষিণ জেলা টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে শুক্রবার বিকেলে বিলোনীয়াতে বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ের সামনে মানবশৃংক্ষল কর্মসূচি সংগঠিত করে। কর্মসূচীতে আলোচনা রাখতে গিয়ে দক্ষিণ জেলা টেট টিচার্স সংগঠনের সম্পাদক অসিম মজুমদার বলেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক কার্যালয়ের সামনে এটা আমাদের নিরব প্রতিবাদ বিগত সরকারের সময়ে ২০১৬ সালে ডিসেম্বর মাসে ২০০৯ আর্টিকেল অনুসারে রেগুলেটরি মধ্যে দিয়ে নিয়োগ করতে হবে পুর্বতন বামসরকার সঠিক ভাবে নিয়োগ করেছেন কিন্তু নিয়মিত বেতন ক্রম প্রদান করেন নি সে নিরিখে আমরা বারংবার ২০১৮ সালে নতুন রাষ্ট্র বাদি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সরকার গঠনের পর নিয়মিত করবেন ,কিন্তু সরকার গঠনের তিন বৎসর অতিক্রম হওয়ার পর আমরা এখন বঞ্চনার শিকার, আজ তাদের এই কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওশিক্ষা মন্ত্রী কে তাদের নিয়মিত বেতনক্রম দেওয়ার আর্জি জানান। এই দাবি পূরণ না হলে আগামী দিন তারা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবেন বলে তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।মানব বন্দন কর্মসূচির পর জেলাশিক্ষা আধিকারিক ওএসডি কমল পাল দেববর্মার নিকট এক প্রতিনিধি মূলক ডেপুটেশন প্রদান করে। এদিনের কর্মসূচিতে ছিলেন সংগঠনের সভাপতি বিপুল গন চৌধুরী, সহ অন্যান্যরা।

সন্তান হস্তান্তর নিয়ে ধুন্ধুমার কান্ড বিলোনীয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর।। বিলোনিয়ার বরজকলোনি এলাকার বল্লভ দত্তের ২৩ বছর বয়সী শ্রীতম দত্ত -শুধুমাত্র অর্থের লালসায় নিজের স্ত্রীর পেটের বাচ্চা গর্ভকালীন সময় থেকে পৃথিবীর আলো দেখার পূর্বেই গর্ভজাত সন্তানটি মৌখিক চুক্তির শিকার হয় এলাকার রাকেশ দাস নামে ৩১ বছর বয়সী এক ব্যক্তির হাতে। জানা যায়, শ্রীতম দত্ত নামে এই ব্যক্তির দ্বিতীয় সন্তান জন্মানোর পূর্বেই- চুপিসারে এলাকার সন্তানহীন পরিবার রাকেশ দাস নামে এক ব্যক্তির সাথে মৌখিক চুক্তির মাধ্যম নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে নেয় এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এলাকার রাকেশ দাস সুযোগ হাতছাড়া না করে চিকিৎসা পরিষেবা সহ প্রসবকালীন সময়ে আর্থিক খরচার ভার তুলে নেয় নিজের কাঁধে। এলাকার যুবকরা ঘটনাটি আচ করতে পেরে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত পাকড়াও করে শ্রীতম দত্ত নামে ১০ দিন বয়সী সন্তানের পিতাকে। নানান ভাবে জেরার মুখে অবস্থা বেগতিক দেখে, ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে নেয় শ্রীতম দত্ত নামে ওই যুবক। একই এলাকায় মনুষ্যত্ব নিয়ে খেলায় মেতে ওঠা দুই ব্যক্তির এরূপ নিচু মানসিকতার ঘটনা প্রকাশ্যে উঠে আসতেই চমকে যায় গোটা এলাকাবাসি। এরপর বাচ্চার ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় চাইল্ড লাইনের আধিকারিকদের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা মূলক বাণী শুনিয়ে পুনরায় তুলে দেওয়া হয় সন্তানের মাতা পিতার হাতে।

বহিঃরাজ্যে প্রবেশের পথে অসম ত্রিপুরা সীমান্তে উদ্ধার শুকনো গাঁজা, ধৃত এক পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর।। আবারো রাজ্য পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অসমে প্রবেশের পথে অসম ত্রিপুরা সীমান্তের চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের পুলিশের হাতে উদ্ধার আট কেজি শুকনো গাঁজা।একটি নৈশ্য বাসে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় গাঁজা।সাথে আটক করা হয় এক পাচারকারীকে।ধৃত পাচারকারীর নাম মানসিয়েক বুম হালাম।অসম পুলিশ একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়েছে সাথে ধৃত গাঁজা পাচারকারীকে আজ আদালতে সোপর্দ করেছে অসম পুলিশ।প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে করিমগঞ্জ জেলার অসম ত্রিপুরা সীমান্তের চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের নাকা পয়েন্টে এ এস জিরো ওয়ান সি জিরো টু ফোর থ্রি নম্বরের শিমা ট্রেভেলসের নৈশ্য বাসে তল্লাশি চালিয়ে ৮ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে সানীয় থানার পুলিশ।চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের ইনচার্জ মিন্টু শীলের নেতৃত্বে এই তল্লাশি অভিযানে গাঁজার সাথে আটক করা হয় এক পাচারকারীকে।ধৃত পাচারকারী পশ্চিম জেলার সিধাই থানা এলাকার মানসিয়েক বুম হালাম(৩৩)।পিতা সিয়েক ভনজয় হালাম। বর্তমানে উদ্ধারকৃত গাঁজা চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্ট পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।সাথে একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা হাতে নিয়ে ধৃত গাঁজা পাচারকারীকে করিমগঞ্জ জেলা আদালতে সোপর্দ করেছে অসম পুলিশ।

এদিকে চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোষ্টের ইনচার্জ মিন্টু শীল জানান, তাদের রুটিন তল্লাশিতে উদ্ধার হয় আট কেজি শুকনো গাঁজা সহ এক পাচারকারী। উদ্ধারকৃত গাঁজার বাজারমূল্য প্রায় আশি হাজারের অধিক। তাছাড়া এই গাঁজা গুলি আগরতলা থেকে গৌহাটিতে নিয়ে যাচ্ছিল বলে পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে ধৃত পাচারকারী।তবে রাজ্য পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অসমে প্রবেশের পথে অসম ত্রিপুরা সীমান্তে আবারো গাঁজাসহ এক পাচারকারী অসম পুলিশের হাতে আটক হওয়াতে স্বাভাবিক ভাবে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে হাজারো প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

ভারত বন্‌ধের প্রেক্ষাপট জানালেন সিপিএম নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৪ সেপ্টেম্বর।। সংযুক্ত কিষান মোর্চার ডাকে আগামী ২৭ শে সেপ্টেম্বর সারা ভারত বনধ এর সমর্থনে শুক্রবার সকাল ১১ টায় সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কার্যালয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। সম্মেলনে বক্তারা তাদের বক্তব্যের মধ্যে আগামী ২৭ শে সেপ্টেম্বর কি কারণে বন্ধ ডাকা হয়েছে তা

সবিস্তারে তুলে ধরতে গিয়ে ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের নেতৃত্ব দীপংকর সেন বলেন তিনটি কৃষি বিল বাতিল করা হয়েছে, এ বিল গুলিকে বাতিল নাকরে আইন গুলিকে কার্যকর করে যাতে কৃষক দের স্বার্থ রক্ষা করা হয় তারজন্য কৃষক রা ধারাবাহিক আন্দোলন করে চলছে। স্বাধীনতার পর মানুষ এত বড় আন্দোলন দেখেনি দীর্ঘ দশ মাস পেরিয়ে গেছে কৃষকদের স্বার্থ সম্বলিত বৃহৎ আন্দোলন,কিন্তু দেশের সরকার এবিষয়ে সম্পূর্ন উদাসীন এর পরিপ্রেক্ষিতে দেশের কৃষক সংগঠন গুলি তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে এ আন্দোলন দেশের সকলঅংশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে আগামী ২৭ শে সেপ্টেম্বর বনধের আহ্বান করা হয়েছে।নব্বইয়ের দশকের পর থেকে কৃষিকে কর্পোরেট দের হাতে তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টা সেখানে নেওয়া হয়েছে, ২০২২ সালে কৃষিকে সম্পূর্ণ ভাবে সরকার তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে সেজন্য বড় ধরনের আন্দোলনের সম্মুখীন হয়েছি।ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের নেতৃত্ব দীপংকর সেন ছাড়া ও এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন কৃষক সভার বিলোনীয়া মহকুমা সম্পাদক বাবুল দেবনাথ, সিআইটিইউ বিলোনীয়া মহকুমা সম্পাদক বিজয় তিলক, সংযুক্ত কিষান মহাসভার রাজ্য সম্পাদক মানিক পাল।সকল গনসংগঠনের নেতৃত্বরা ২৭ সেপ্টেম্বর ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সফল করতে দেশের মানুষের কাছে আহ্বান রাখেন।

বক্সনগরে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের দাবী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৪ সেপ্টেম্বর।। বক্সনগর এলাকারবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি একটি ফায়ার সার্ভিস বসানোর। বাম গেল, রাম এল, নেই কনো ভ্রুক্ষেপ। সেই ১৯৮৮ সাল হইতে ১৯৯৩ সাল পযর্ন বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে কংগ্রেস টি ইউ জি এস সরকারের জোটের মন্ত্রী ছিলেন বি ল্লাল মিয়া । তৎকালীন সময় থেকেই গোটা বক্সনগর এলাকার বাসীর দাবি ছিল একটা আগ্নি নির্বাপক অফিস বসানোর জন্য। এলাকাবাসীর দাবি দায়িত্বের সহিত মেনে নিয়েছিল এবং যুক্তি সংঙ্গত দাবি বলে ফায়ার সার্ভিস অফিস নির্মাণ করবে বলিয়া জনসাধারণের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিন্তু জোট সরকারের স্থায়িত্ব পাঁচ বছরেরই সমাপ্তি ঘটল। তার পর ১৯৯৩ সনে রাজ্যের সিংহা সনে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা হল।তখন থেকেই বক্সনগর এলাকার বিধায়ক হিসেবে দায়িত্ব ভার সহিদ চৌধুরীর হাতে নেস্থ ছিল। কিন্তু ১৯৯৮ সনে সহিদ চৌধুরী পরাজিত হন প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়ার নিকট। অথচ সরকারে ছিলেন বামফ্রন্ট তারপরও বক্সনগর এলাকারবাসী পক্ষ হইতে জোড়ালো ভাবে আবেদন করা হয়েছে একটা ফায়ার সার্ভিস সেন্টার বসানোর জন্য। সেই ২০০৩ থেকে সহিদ চৌধুরী টানা চার চারবারের বামফ্রন্ট মন্ত্রিপরিষদে মন্ত্রী ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ক্ষমতাই ছিলেন জনসাধারণের নিকট আস্বাশ ও বিস্বাসের ভরসা দিয়েছেন বক্সনগরে একটা আগ্নি নির্বাপক প্রতিষ্ঠা ন তৈরী করে দেবেন। কিন্তু কালের বিবর্তনে তিনি ব্যর্থ ও বামপন্থী সরকার ২০১৮সনে বিদায়।বক্সনগর ব্লকের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে বতর্মানে প্রশাসনিক অধিকাংশ অফিস কাছাড়ি এবং রুকিয়া বিদ্যুৎ র্থামাল প্রজেক্টের মত বিশাল প্রতিষ্ঠা ন রয়েছে ,সঙ্গে কলসীমুড়া অবস্থিত গ্যাস এজেন্সি র মত বিপদজনক সেন্টার যে কনো সময় অঘটন ঘটে যেতে পারে। এত গুলো গুরুত্বপূর্ণ অফিস এবং বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও বতর্মান সরকার কেন ফায়ার সার্ভিসে র অফিস নির্মানে গড়িমসি করছে।বক্সনগর এলাকার মধ্যে যে কনো জাগায় আগুন লাগলে বিশাল গড় অথবা সোনামুড়া থেকে ফায়ার সার্ভিসিং গাড়ি আসতে হয়।সেই ৩৫/৪০ কিলোমিটার দূর থেকে আগুন নেবানোর গাড়ি আসতে আসতে আগুনে পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যায়। বর্তমানে নতুন সরকারের নিকট ও গোটা বক্সনগর এলাকারবাসীর দাবি যে কনো ধরনের বিপর্যয় মোকাবেলা করার জন্য আগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র খোলার জন্য একান্ত জরুরি পরিষেবার মধ্যে অন্যতম।এখন দেখার বিষয় সরকার কনো রকম প্রচেষ্টা করে কি না।নাকি পূর্বতন দু দুটি সরকারের মত ব্যর্থ ছবি জন সমমুখে প্রকাশ পায়। তা সময়েই বলবে।

উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ছাত্র ভর্তির জন্য লটারির আয়োজন করা হয়। শুক্রবার। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

দেহের জন্য উপকারী কাজু বাদাম

কাঠ-বাদামের মতো কাজু বাদামও দেহের জন্য উপকারী। ওজনও বাড়ায় না। মজাদার কাজু বাদাম উচ্চ প্রোটিন, আঁশ ও স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ। এছাড়াও এতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ উপাদান যা শরীরকে সুস্থ রাখতে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। বিভিন্ন গবেষণার বরাত দিয়ে 'ইট দিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কাজুবাদাম খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল।

ওজন কমাতে পারে: ওজন কমাতে চাইলে কাজু বাদাম খাওয়া যেতে পারে, এটা কম ক্যালরি ও উচ্চ চর্বি-জাতীয় খাবার।

২০১৭ সালে ব্রাজিলের গোইআইস ফেডারেল ইউনিভার্সিটি'র 'ক্লিনিকাল অ্যান্ড স্পোর্টস নিউট্রিশন রিসার্চ ল্যাবরেটরি'র 'ফ্যাকাল্টি অফ নিউট্রিশন'য়ের করা গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত বাদাম খান তাদের ওজন অন্যদের তুলনায় নিয়ন্ত্রিত থাকে। এটা প্রোটিন, আঁশ ও চর্বির ভালো উৎস হওয়ায় পেট ভরা রাখে ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।

কাজু অতি সুস্বাদ হলেও এতে অন্যান্য বাদামের তুলনায় চর্বি ও ক্যালরি কিছুটা কম। এক পরিবেশন কাজু বাদামে গড়ে ১৩৭ ক্যালরি থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের বেল্টসভল হিউম্যান নিউট্রিশন রিসার্চ সেন্টার'য়ের ২০১৯ সালের করা গবেষণার ফলাফল বলে, মানব দেহ এই ক্যালরির ৮৪ শতাংশ পর্যন্ত শোষণ করতে পারে। কারণ এর বাকিটা বাদামের ত্বকেই আটকে থাকে। রক্ত চাপ হ্রাস পেতে পারে: আমেরিকার প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাই উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন। ২০১৯ সালের 'কারেন্ট ডেভেলপমেন্টস ইন নিউট্রিশন'য়ের সমীক্ষা অনুযায়ী, কাজু বাদাম খাওয়া উচ্চ রক্তচাপ কমায়। স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, হৃদরোগ ইত্যাদি সৃষ্টিকারী চর্বি 'ট্রাইগ্লিসারাইড'য়ের মাত্রা কমাতে কাজু বাদাম সহায়তা করে।

তবে, লবণযুক্ত কাজুবাদাম না খাওয়া ভালো, এতে রক্তচাপ বাড়ে। কোলেস্টেরলের মাত্রা উন্নত হতে পারে: দুই ধরনের কোলেস্টেরলের মধ্যে রয়েছে 'এলডিএল' ও 'এইচডিএল'। এলডিএল, ধমনীতে ক্ষতিকারক চর্বি জমাট বাঁধায় এবং এইচডিএল এই ক্ষতিকারক চর্বি এলডিএলকে যকৃতের দিকে বহন করতে সাহায্য করে। আদর্শগতভাবে, এলডিএল'য়ের মাত্রা কম আর 'এইডিএল'য়ের মাত্রা বেশি থাকা দরকার। আর এখানেই কাজু বাদাম কার্যকর হতে পারে।

২০১৭ সালে 'আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিক্যআল নিউট্রিশন'য়ে প্রকাশিত গবেষণার ফলাফলে বলা হয়, কাজু বাদাম খাওয়া খারাপ কোলেস্টেরল 'এলডিএল'য়ের মাত্রা কমায়। শুধু তাই নয়, ২০১৮ সালে 'জার্নাল অব নিউট্রিশন'য়ে প্রকাশিত গবেষণা অনুযায়ী কাজুবাদাম সমৃদ্ধ খাবার ভালো কোলেস্টেরল 'এইচডিএল'য়ের মাত্রা বাড়াতেও সহায়তা করে।

হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারে: ২০০৭ সালে, 'ব্রিটিশ জার্নাল অব নিউট্রিশন'ইয়ে প্রকাশিত পর্যালোচনা থেকে দেখা গেছে, সপ্তাহে চারবারের বেশি কাজুবাদাম খাওয়া হৃদরোগের ঝুঁকি ৩৭ শতাংশ পর্যন্ত কমায়। ২০১৮ সালের 'জার্নাল অব নিউট্রিশন'য়ের করা সমীক্ষা থেকে জানা যায়, টানা ১২ সপ্তাহ লবণ ছাড়া ৩০ গ্রাম কাঁচা কাজু বাদাম খাওয়া টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়। এছাড়াও, এটা হৃদরোগ, রক্তচাপ কমাতে এবং 'এইচডিএল'য়ের মাত্রা বাড়াতে সহায়তা করে।

কাজু বাদাম মনোআনস্যাচুরেইটেড এবং পলিআনস্যাচুরেইটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের ভালো উৎস হওয়াতে লডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সহায়তা করে।

রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ: ডায়াবেটিস বা প্রি-ডায়াবেটিস থাকলে খাবারে কাজু বাদাম যোগ করা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০০৯ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব এন্ডোক্রিনোলজি অ্যান্ড মেটাবলিজম'য়ে প্রকাশিত সমীক্ষা থেকে জানা যায়, টাইপ ২ ডায়াবেটিসের রোগীদের মধ্যে যারা নিয়মিত কাজু বাদাম থেকে ১০ শতাংশ ক্যালরি গ্রহণ করেন তাদের ইন্সুলিনের মাত্রা অন্যদের তুলনায় কম ছিল। এতে থাকা আঁশ শর্করার মাত্রা বাড়ায় ধীরে রক্তে গ্লুকোজ নিঃসরণ করে। স্বাস্থ্যকর কপার পাওয়া যায়: শরীর সুস্থ রাখতে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে, লোহিত রক্ত কণিকা বাড়াতে, হাড় মজবুত করতে এবং সংযোজক টিস্যু সুস্থ রাখার পাশাপাশি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে। কোষের ক্ষয় রোধ: বাদাম ও বীজ উপকারী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট 'ফ্রি র্যাডিকেল'য়ের কারণে হওয়া দেহের ক্ষতি কমায়। কাজু বাদাম পলিফেনল ও ক্যারোটিনয়েড আন্টিঅক্সিডেন্টের ভালো উৎস। কাচার তুলনায় ভাজা বাদামে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পরিমাণ বেশি থাকে।

শরতে কুমড়া সুস্বাদু বেশি

পুষ্টিগুণে ভরপুর কুমড়া রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা ও দৃষ্টিশক্তি বাড়ায়। আর এই সময়ে কুমড়া বেশি মিষ্টি ও মজার হয়। "কুমড়া রঞ্জক উপাদান সমৃদ্ধ যা বিটাক্যারোটিন নামে পরিচিত। বিটা ক্যারোটিন দেহে ভিটামিন এ'তে রূপান্তরিত হয়।" বলেন শিকাগোর নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ম্যাগি মিখালজেক। 'ওয়ান্সআপন এ পাম্পকিনআরডি ডটকম'য়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং 'দা গ্রেট বিগ পাম্পকিন' বইয়ের এই লেখক 'ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে আরও বলেন, "রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে ও শ্বেত রক্ত কণিকার সর্বোচ্চ কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে ভিটামিন এ উপকারী। এছাড়াও, ভিটামিন এ দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখার পাশাপাশি কয়েক ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়।" 'জার্নাল অব ক্লিনিকাল মেডিসিন' অনুযায়ী, ভিটামিন এ রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটা শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা দেহের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। মিখালজেকের মতে, উপকারিতার জন্য অনেকটা কুমড়ার প্রয়োজন নেই। দৈনিক ভিটামিন এ'য়ের চাহিদা পূরণ করতে এক কাপ কুমড়া যথেষ্ট। যা চাহিদার ২৫০ শতাংশ পূরণ করতে সক্ষম। শরতে কুমড়া সুমিষ্ট ও সুস্বাদু হয়। তাই এখন কুমড়ার নানান পদ খাওয়ার উপযুক্ত সময়। সুপ, সস, পাস্তা ইত্যাদি নানাভাবে খাওয়া যায় বলে জানান, এই পুষ্টিবিদ।

টিনজাত বা খাঁটি কুমড়া থেকে আরও মিলবে ভিটামিন এ, সি, ই, আঁশ ও পটাশিয়াম।

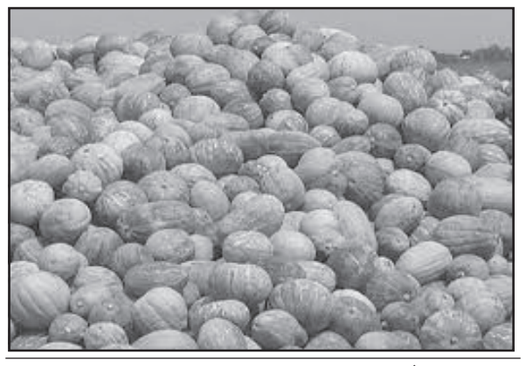

মাংস রান্নার পর যা করা ঠিক না

পেট ভরার জন্য রান্না করলেই হয় না, খাবারটি নিরাপদ আছে কিনা সেটাও লক্ষ্য রাখা দরকার। সাধারণত বলা হয় রান্না করা খাবার দুই ঘণ্টা বাইরে ফেলে রাখলেই ব্যাক্টেরিয়ার জন্মাতে শুরু করে। যে কারণে খাবার রান্নার পর পরই খেয়ে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হয়। নয়তো দ্রুত ঠাণ্ডা করে ফ্রিজে তুলে রাখতে হয়। আবার ফ্রিজে রান্না খাবার তিন-চার দিনের বেশি রাখা ঠিক না। আর মাংস রান্নার পর বেশ কিছু বিষয় খেয়াল রাখা দরকার। কারণ কাঁচা মাংস থেকে যেমন ব্যাক্টেরিয়া ছড়ায় তেমনি রান্না মাংসেও সেই জীবাণু চলে যেতে পারে অসাবধানতায়।

কাঁচা মাংসের পাত্রেই রান্না করা মাংস রাখা যে পাত্রে কাঁচা মাংস রাখা ছিল সেই পাত্রই ধুয়ে মুছে রান্না করা মাংস রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। যুক্তরাষ্ট্রের 'সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)' এই ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে জানায়, অসাবধানতায় কাঁচা মাংসে থাকা জীবাণু রান্না করা মাংসেও চলে যেতে পারে।

তাই দুটি পাত্র ব্যবহারের পরামর্শ দেয় সিডিসি। একটিতে কাঁচা মাংস রাখার জন্য, অন্যটি রান্না করা মাংস রাখার জন্য।

শুধু প্লেট ধোয়া কার্যকর নয়

রান্নার পরে যে কোনো পাত্র থালা-বাসন ভালো মতো পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণ ধোয়াতে তেমন কার্যকর হয় না। কারণ 'ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার (ইউএসডিএ)' এই বিষয়ে নির্দেশনা দেয় যে, ব্যাক্টেরিয়া দূর করার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে ধোয়া। তবে খাবার বিষাক্ত করতে পারে এরকম ব্যাক্টেরিয়া যে কোনো স্থানে অনেকক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে।

যেমন- 'ক্যাম্পিলোব্যাক্টার' রান্না ঘরে ৪ ঘণ্টা পর্যন্ত বেঁচে থাকে। 'সালমোনেলা' বেঁচে থাকতে পারে ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত। আর এই দুই ব্যাক্টেরিয়া-ই কাঁচা হাঁস-মুরগির মাংসে থাকে। তাই এই সংস্থা, মাংস রান্নার পর সব ধরনের পাত্র কুসুম গরম সাবান মিশ্রিত পানি দিয়ে সময় নিয়ে ধোয়ার পরামর্শ দেয়।

কাঁচা মাংসের পাত্র 'স্যানিটাইজ' করা রান্নার পাত্র ধোয়া জীবাণু মুক্ত করার সাধারণ উপায়। তবে কাঁচা মাংসের পাত্র শুধু ধুলেই হবে না, জীবাণু মুক্ত করার জন্য রান্নাঘরে ব্যবহার উপযোগী স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। ইউএসডিএ জানায়, যে পাত্রে কাঁচা মাংস রাখা ছিল তা ধোয়ার পর স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করা জরুরি। শুধু থালা-বাসন নয়, রান্নাঘরের সিংক, মেঝে এবং যেখানেই কাঁচা মাংস রাখা হয়েছে ও ধোয়া হয়েছে সেসব জায়গাও স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। না হলে জীবাণু দূর হবে না। রান্নাঘর ও থালাবাসনে ব্যবহারের জন্য বাজারে নানান ধরনের স্যানিটাইজার কিনতে পাওয়া যায়। এছাড়া নিজেও বানিয়ে নিতে পারেন এই জীবণুনাশক।

যেসব খাবার চল্লিশের পর স্মৃতিশক্তি ধারালো করে

মানসিক চাপ, ব্যায়াম ও পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব মস্তিষ্কের জন্য ক্ষতিকর।

আর এসব কারণে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

তবে সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও উপযুক্ত খাদ্যতালিকা এই গতি ধীর করতে পারে। এছাড়াও শরীরচর্চা, মানসিক চাপ কমানো, পর্যাপ্ত ঘুম ইত্যাদি স্মৃতিশক্তির তারুণ্য বজায় রাখতে সক্ষম।

বিএমজে সাময়িকীতে ২০১২ সালে প্রকাশিত ফ্রান্সের 'হোপিটাল পল ব্রুসে'র 'ইনসেরাম সেন্টার ফর রিসার্চ ইন এপিডেমিওলজি অ্যান্ড পপুলেশন হেল'য়ের করা গবেষণায় দেখা গেছে, বয়স পঁয়তাল্লিশের শুরুর পর্যায়ে জ্ঞানীয় ও স্মৃতিশক্তি হ্রাস পেতে থাকে।

আর 'ইউনিভার্সিটি অফ ভার্জিনিয়া'র 'ডিপার্টমেন্ট অফ সাইকোলজি'র গবেষণা অনুযায়ী, বয়স ২০ বা ৩০'য়ের শুরুতে স্মৃতি শক্তি হ্রাস পাওয়া শুরু করে।

তবে এই নিয়ে ভয় পাওয়ারও কিছু নেই। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল যা বয়স চল্লিশের পরে স্মৃতিশক্তি শাণিত রাখতে সহায়তা করে।

বিট: যুক্তরাষ্ট্রের পুষ্টিবিদ নিকোল স্টেফানো'র মতে, চল্লিশ বছর বয়সের পরে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য বিট একটি দুর্দান্ত খাবার।

ইটদিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তিনি বলেন, "বিট প্রাকৃতিক রঞ্জক বিটালাইনস সমৃদ্ধ যা জারণের চাপ ও প্রদাহের কারণে মস্তিষ্কের অকাল বার্ধক্য ও স্মৃতিভ্রংশ হ্রাস করতে সাহায্য করে।"

তৈলাক্ত মাছ: 'দ্য স্পোর্টস নিউট্রিশন প্লেবুক'য়ের লেখক ও ডালাস-ভিত্তিক অ্যামি পুষ্টিবিদ গুডসন বলেন, "মস্তিষ্ক ওমেগা-থ্রি চর্বি ব্যবহার করে বুদ্ধি এবং স্নায়ুকোষ তৈরি করে, যা শেখার এবং স্মৃতিশক্তির জন্য অপরিহার্য।"

তাই, মস্তিষ্কের উর্বরতা বাড়ানোর খাবার তালিকায় স্যামন, ট্রাউট ও টুনা মাছ শীর্ষে অবস্থান করছে।

'ডিশ অন ফিশ'য়ের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ এবং ব্লগার রিমা ক্লেইনারের মতে, স্যামন ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড 'ডিএইচএ' এবং 'ইপিএ'য়ের ভালো উৎস।

ক্লেইনার বলেন, "ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড হৃদস্বাস্থ্য, মস্তিষ্কের সুস্থতা এবং জ্ঞানীয় কার্যকারিতা বাড়ায় এবং এর 'ইপিএ' মস্তিষ্কের কোষের প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে।

তিসির বীজ: তিসির বীজ প্রোটিন ও আঁশের ভালো উৎস। এছাড়াও এটা স্মৃতিশক্তি বাড়াতে বেশ উপকারী।

"তিসির বীজ ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড, আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড (এএলএ) সমৃদ্ধ" বলেন, 'টু দ্যা পয়েন্ট নিউট্রিশন ডটকম'য়ের কর্ণধার ও নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ র্যাচেল ফাইন।

তিনি আরও বলেন, "এএলএ ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরে ইপিএ এবং ডিএইচএ, এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ওমেগা-থ্রি তে রূপান্তরিত হয়। যা মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।"

ফাইন আরও বলেন, "তিসি হজম করতে ও পূর্ণ গুণাগুণ পেতে তা গুঁড়া করে খাওয়া উচিত। তিসির বীজ নানা রকমের স্মুদি, প্যানকেক বা ঘোল হিসেবে খাওয়া যায়।"

কাঠ-বাদাম: ক্যালিফোর্নিয়ার নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ অ্যাশলি লারসসেন, বিশ্বাস করেন, বাদাম ও বীজ থেকে পাওয়া স্বাস্থ্যকর চর্বি মস্তিষ্ক শাণিত করতে এবং স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সহায়তা করে।

তার মতে, "কাঠ বাদাম উচ্চ মনোআনস্যাচুরেইটেড চর্বি সমৃদ্ধ। যা কেবল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় না বরং জ্ঞানীয় কার্যকারিতাও সক্রিয় রাখে।"

লারসেন, ৪৮০ জন বয়স্ক নারীদের ওপর 'বেথ ইসরায়েল ডিকোনেস মেডিকেল সেন্টার'য়ের করা গবেষণার কথা উল্লেখ করে বলেন, "যারা বিগত তিন বছর ধরে মনোআনস্যাচুরেইটেড অ্যাসিড খাবার তালিকায় রেখেছিলেন তাদের জ্ঞানীয় ক্ষমতা কম হ্রাস পেয়েছিল।"

ব্রকলি ও অন্যান্য কপি-ধরনের সবজি: যুক্তরাষ্ট্রের, লুজিয়ানা'র পুষ্টিবিদ লি জ্যাকসনের মতে, ব্রকলি ও কপি-জাতীয় সবজি যেমন- ফুলকপি, বাঁধাকপি, কপি ও অঙ্কুরিত ব্রাসেলস মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। "ব্রকলি উচ্চ সালফোরাফেন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা প্রদাহের বিরুদ্ধে কাজ করে। আর দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও মস্তিষ্কের কার্যকারিতা ক্ষয়ের জন্য দায়ী" বলেন, জ্যাকসন। এছাড়াও, ব্রকলি আঁশ সমৃদ্ধ হওয়ায় তা নির্দিষ্ট কিছু ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে ও ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে বলে জানান, জ্যাকসন।

জলপাইয়ের তেল: মস্তিষ্ক সচল রাখতে মাখনের বদলে জলপাইয়ের তেল খাওয়ার পরামর্শ দেন লারসেন।

তিনি বলেন, "জলপাইয়ের তেল স্বাস্থ্যকর চর্বি ও পলিফেনল নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ যা মস্তিষ্কের জারণের চাপ ও ক্ষয় কমাতে সহায়তা করে।"

তিনি, সবজি বা মাংস রান্নায় অথবা সালাদ পরিবেশনের সময় জলপাইয়ের তেল ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

রাতের খাবার থেকে কতটুকু ক্যালোরি গ্রহণ করা উচিত?

রাতের খাবার থেকে পরিমাণ মতো ক্যালরি গ্রহণ করা দরকার। বিষয় হল, ক্যালরি গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো মাপ নেই। মানুষের জীবনধারনের পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা ঠিক করতে হয়। তবে রাতের খাবার থেকে একটু হিসাব করেই ক্যালরি গ্রহণ করা দরকার। বিশেষ করে যারা ওজন কমানোর লক্ষ্যে রয়েছেন। কারণ দিনের শেষে বেশিরভাগ সময়ই ভারি খাবার খাওয়া হয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের নিবন্ধিত পুষ্টিবিদ ম্যাকেঞ্জি বার্জেস এক্ষেত্রে বলেন, "শারীরিক অবস্থা আর পুষ্টির চাহিদার ওপর ভিত্তি করে একেকজনের ক্যালরি গ্রহণে মাত্রা একেকরকম হয়।" পপসুগার ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে কলোরাডোর এই পুষ্টিবিদ আরও বলেন, "একজন বডিবিল্ডারের তুলনায় একজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ক্যালরির গ্রহণের মাত্রা এক হবে না। তবে সাধারণভাবে একজন সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রে রাতের খাবার থেকে ৫০০ থেকে ৭০০ ক্যালরি গ্রহণ করা উচিত।" এখন এই পরিমাণ ক্যালরির মাত্রা কীভাবে নির্ধারণ করা যায়? বার্জেস বলেন, "ক্যালরি সব কিছু নয়। স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়াই হবে প্রধান উদ্দেশ্য। সব মিলিয়ে ভারসাম্য থাকবে।" তিনি আরও বলেন, "যেহেতু রাতের খাবারটা একটু ভারি হয় সেহেতু সেখানে থাকতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেইট, সবজি এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি।" উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, "সেটা হতে পারে চার আউন্স বা আধা কাপ মাছ, আধা কাপ লাল-চালের ভাত, দুই কাপ সবজি অল্প অলিভ অয়েলে রান্না করা। আর এখান থেকেই মিলে যাবে ৫০০ ক্যালরি।" আরও হতে পারে, আধা প্লেট সবজির সঙ্গে কোয়ার্টার মুরগির মাংস। সঙ্গে এক প্লেটের চারভাগের একভাগ শষ্য-জাতীয় খাবার, সেটা হতে পারে ওটস। "এভাবে ভারসাম্য বজার রেখে খেতে পারলে পেটও যেমন ভরা থাকবে অনেকক্ষণ তেমনি শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টিও পাবে। আবার অতিরিক্ত ক্যালরিও গ্রহণ করা হবে না।" বলেন বার্জেস। তবে তিনি পরামর্শ দেন, যারা অতি স্থূল তাদের উচিত হবে পেশাদার পুষ্টিবিদের সঙ্গে আলাপ করে খাবারের তালিকা তৈরি করা। কারণ পুষ্টিবিদরা এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তারা একজনের জীবনযাপনের ধরন ও সারাদিন কী খাবার খাচ্ছে কতটুকু পুষ্টি দরকার সব হিসাব করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন। আর মনে রাখতে হবে, যারা এই বিষয়ে প্রশিক্ষিত নয় তাদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়া হবে বোকামী। বার্জেসের কথায়, "ডায়েট' করার ক্ষেত্রে আশপাশে মানুষজন অনেক কথাই বলবে। অনেকে নিজে কোনটা করে উপকার পেয়েছে সেটাও অনুসরণ করতে বলবে। তবে মনে রাখতে হবে একমাত্র পেশাদার পুষ্টিবিদরাই এই ব্যাপারে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন। আর অন্য কোনো সূত্র থেকে তথ্য নিয়ে ক্যালরি গ্রহণের মাত্রা কমিয়ে খাওয়া শুরু করলে দিন শেষে দুর্বল লাগার পাশাপাশি অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে।"

ওজন বাড়াতে 'বানানা শেইক'

কিছু মানুষ আছেন যারা প্রচুর খায়। তবে রোগাই থেকে যায়। এদের মধ্যে অনেকেই হয়ত উপদেশ পেয়েছেন কলার স্মুদি বা 'বানানা শেইক' পান করার।

ক্যালরি ও ভোজ্য আঁশ দুটোই বেশি থাকার কারণে ওজন বাড়ানোর জন্য কলা খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। অপরদিকে ওজন কমানোর চেষ্টায় যারা আছেন তাদেরকেও ব্যায়ামের পর আদর্শ খাবার হিসেবে এই ফল খেতে বলা হয়। এই দুই ধরনের মতবাদের যে দ্বন্দ্ব সেটা দূর করার চেষ্টা করা হলো খাদ্য ও পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

কলার পুষ্টিমান: কলা ওজন বাড়ায় বলে মনে করা হলেও আসলে তা নয়। সস্তা আর পুষ্টিগুণে ভরা এই ফলে আছে প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য আঁশ, পটাশিয়াম। অপরদিকে চর্বির মান খুবই কম।

যে কারণে ব্যায়ামের পর শরীরের কার্বোহাইড্রেইট'য়ের ক্ষুধা মেটাতে কলা অত্যন্ত কার্যকর।

তবে কলার ওজন বাড়ানোর বদনাম গড়ে ওঠার পেছনে সম্ভবত এর উচ্চমাত্রার কার্বোহাইড্রেইট, ক্যালরি ও নিম্ন মাত্রার প্রোটিন দায়ী। মাঝারি আকারের একটি কলায় থাকে ১০৫ ক্যালরি আর ২৭ গ্রাম কার্বোহাইড্রেইট।

কলায় আরও আছে ভিটামিন বি সিক্স, ভিটামিন সি, 'অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট' ও 'ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট'। তাই এর বদনাম শুনে একে খাদ্যাভ্যাস থেকে বাদ দিয়ে হারাবেন বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান।

ওজন বাড়াতে কলার ভূমিকা

যেকোনো একটি খাবার ওজন কমানো কিংবা বাড়ানোর ক্ষমতা রাখে না। স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস আর শরীরচর্চা দুটোই সমানতালে জরুরি, তা ওজন কমানো এবং বাড়ানো দুই ক্ষেত্রেই।

তবে যাদের ওজন স্বাস্থ্যকর মাত্রার নিচে তারা খাদ্যাভ্যাসে কলা যোগ করলে ওজন বাড়াতে তা অবশ্যই সহায়ক হবে।

কলার উচ্চ ক্যালরি তখনই ওজন বাড়াতে কাজে আসবে যখন তা সঠিক নিয়মে খাওয়া হবে।

ওজন গ্রহণের জন্য এক গ্লাস ননীযুক্ত দুধ আর দুইটি কলা একসঙ্গে 'ব্লেন্ড' করে নিতে হবে। এবার তা গ্লাসে ঢেলে যোগ করতে হবে মধু ও বাদাম।

গরুর দুধের পরিবর্তে 'আমন্ড মিল্ক' বা কাঠবাদামের দুধ ব্যবহার করতে পারেন, তাতে ক্যালরির মাত্রা আরও বেশি। আর পেশি বাড়াতেও 'আমন্ড মিল্ক' অপেক্ষাকৃত বেশি উপকারী। এই একই 'শেইক' ব্যায়ামের পর পরিমাণ মতো পান করলে দ্রুত পেশি গঠন করাও সম্ভব।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক শুক্রবার উদ্বোধন করে বৃদ্ধাবাস আপনা ঘরের রান্নাঘর। ছবি ঃ নিজস্ব

ফের আন্তর্জাতিক মঞ্চে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে সরব শেখ হাসিনা

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চের 'নিষ্ক্রিয়তা' নিয়ে ক্ষুব্ধ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যা নিয়ে নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার অধিবেশনের ফাঁকে উচ্চপর্যায়ের এক আলোচনায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ২৪ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ আজ রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার অধিবেশনে ভাষণ দেবেন হাসিনা। তার আগেই রোহিঙ্গা সমস্যার দিকে বিশ্বের নজর টানতে সুর বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর এই ভাষণের প্রাক্কালে বাংলাদেশের পৃষ্ঠপোষকতায় 'হাই-লেভেল সাইড ইভেন্ট অন ফরসিবলি ডিসপ্লেস মায়ানমার ন্যাশনালস (রোহিঙ্গা) ক্রাইসিস: ইম্পারেটিভ ফর আ সাসটেইনেবল সলিউশন' শীর্ষক ভারচুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সংশ্লিষ্ট আধিকারীকরা জানান, রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় এই সংকট তুলে ধরতে ঢাকার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এ বৈঠকের আয়োজন করা হয়। এদিকে, বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।

আলোচনায় হাসিনা বলেন, "আমি বারবার বলেছি, রোহিঙ্গারা মায়ানমারের নাগরিক। সুতরাং, তাদের অবশ্যই নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিয়ে তাদের জন্মভূমি মায়ানমারেই ফিরে যেতে হবে।" শেখ হাসিনা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, "রোহিঙ্গা সংকট আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতএব, এ ব্যাপারে জরুরি প্রস্তাব গ্রহণ করা প্রয়োজন। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই, এক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশে যা কিছু করছি, তা সম্পূর্ণরূপে অস্থায়ী ভিত্তিতে করা হচ্ছে।" প্রধানমন্ত্রী বলেন, "রোহিঙ্গাদের তাদের জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের যা কিছু করা সম্ভব, তা অবশ্যই করতে হবে। এদিকে তারা নিজেরাও তাদের নিজ দেশে ফিরে যেতে চায়।" একই সঙ্গে ন্যায়বিচার ও দেশে প্রত্যাবর্তনে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর মধ্যে দৃঢ় আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে নিপীড়নের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে প্রধানমন্ত্রী প্রচার চালানোর ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

করোনা চিকিৎসায় "বাতিল" হাইড্রক্সিক্লোরোকুইন -আইভারমেক্টিন

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স) : করোনা চিকিতসা থেকে বাতিল করা হল আইভারমেক্টিন এবং হাইড্রক্সিক্লোরোকুইনকে। প্রাপ্ত বয়স্ক রোগীদের চিকিতসার ক্ষেত্রে এই দুই ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না বলে জানাল ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ। কিন্তু উভয় ওষুধই ক্লাইম্যাক্স ট্রায়াল সেটিং-এ সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আইসিএমআর-এর একটি গবেষণায় আগেই বলা হয়েছিল যে আইভারমেক্টিন রোগীদের সংক্রমণ কোনওভাবেই কমাতে পারে না। এমনকী বেশি মাত্রায় ওষুধ ব্যবহার করলেও নয়। হালকা থেকে মাঝারি উপসর্গ রয়েছে এমন ১৫৭ জন করোনা আক্রান্ত রোগীদের ওপর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, চলতি বছর মে মাসে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসেস একটি ইনটেনসিভ গাইডলাইন প্রকাশ করে করোনা চিকিৎসায় এই দুটি ওষুধের ব্যবহার বন্ধ করার কথা জানিয়েছিলেন। যদিও সেই সময় আইসিএমআর-র এই গাইডলাইনের সঙ্গে সহমত পোষণ করেনি।

কোভিড গ্রাফ নিম্নমুখী হলেও কোনওভাবেই করোনা পরিস্থিতিতে অসতর্ক হওয়া যাবে না বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। বাড়িতে থেকেই উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠার পরামর্শ দিচ্ছেন তাঁরা। পাশাপাশি কোনওভাবেই ভিড়ে না যাওয়া, মাস্ক পরা, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা বাধ্যতামূলক বলে জানাচ্ছে অভিজ্ঞ মহলের একাংশ। এদিকে করোনা মোকাবিলায় টিকাকরণে জোর দেওয়ার কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা। দেশে এখনও করোনা টিকা পেয়েছেন ৮৪ কোটি ১৫ লাখ ১৮ হাজার ২৬ জন।

ফের করোনায় মৃত্যু বাড়ল ভারতে আরোগ্যের হার ৯৭.৭৮ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে ফের বাড়ল দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা, সংক্রমণ অবশ্য নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩১ হাজার ৩৮২ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৩১৮ জনের, আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩২,৫৪২ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৭.৭৮ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,০০,১৬২ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা কমেছে ১,৪৭৮ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৫,৬৫,৬৯৬। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৩১,৩৮২ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৩৫ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮০৩ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৮৯ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে ৮৪.১৫-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৮৪ কোটি ১৫ লক্ষ ১৮ হাজার ০২৬ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৭২ লক্ষ ২০ হাজার ৬৪২ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩১৮ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৪৬,৩৬৮ জন (১.৩৩ শতাংশ)। ভারতে আরোগ্যের সংখ্যা আরও বাড়ল, বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩২,৫৪২ জন। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,২৮,৪৮,২৭৩ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৭৮ শতাংশ। কেরলের করোনা-পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই আসছে না, বিগত ২৪ ঘন্টায় কেরলে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১৯,৬৮২ জন। এই সময়ে দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ১৫২ জনের। হিন্দুস্থান সমাচার।

এনএসএস-এর আদর্শিক অভিমুখ গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত : রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্দান্ত অবদানের জন্য ৪২ জন প্রাপককে ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম (এনএসএস) অ্যাওয়ার্ড প্রদান করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতি জানালেন, ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম (এনএসএস)-এর আদর্শিক অভিমুখ মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে অনুপ্রাণিত। ২০১৯-২০২০ বছরের জন্য শুক্রবার ৪২ জন প্রাপককে ন্যাশনাল সার্ভিস স্কিম (এনএসএস) অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছেন রাষ্ট্রপতি। ৪২ জন প্রাপককে তিনটি ভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কৃত করা হয়েছে, যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, ২ কাউন্সিল, এনএসএস ইউনিট ও তাঁদের প্রোগ্রাম অফিসার এবং এনএসএস স্বেচ্ছাসেবকদের।

রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে অংশ নেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক। দিল্লির সুষমা স্বরাজ ভবন থেকে তাঁরা অংশ নেন। এদিন রাষ্ট্রপতি বলেছেন, 'যে সমাজ সার্বিকভাবে মহিলাদের ইচ্ছা ও সামর্থ্য অনুযায়ী জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সুযোগ প্রদান করে সেটাই হল প্রগতিশীল সমাজ।...ভারতকে তরুণ দেশ বলা হয়। সমস্ত পুরস্কারপ্রাপকদের অভিনন্দন।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেন, 'পুরস্কারপ্রাপকদের সংখ্যাই (১/৩ নারী ও মেয়ে) বুঝিয়ে দিচ্ছে, দেশ গঠনে মহিলারা ব্যাপক ভূমিকা পালন করছেন। প্রায় ৪০ লক্ষ এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজের সেবা করছেন।'

৬০ হাজারের গণ্ডি পার করে রেকর্ড গড়ল সেনসেক্স

মুম্বই, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সমস্ত রেকর্ড ভেঙে শুক্রবার সকালেই সেনসেক্স পার করল ৬০ হাজারের গণ্ডি। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে নিফটি-র সূচকও। ১৭ হাজারের গণ্ডি পার করে রেকর্ড গড়েছে নিফটিও।

এদিন সকালে বাজার খুলতেই লাভের মুখ দেখে ইনফোসিস, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, আইসিসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, টিসিএস-র মতো সংস্থা। বুধবারই দুপুরে সেনসেক্সের সূচক পৌঁছে গিয়েছিল ৫৯,৯৫৭.২৫ পয়েন্টে। বাজার বন্ধের সময় সেই সেনসেক্সের সূচকই ছিল ৫৯.৮৮৫.৩৬ পয়েন্টে। এ দিন সকালে বাজার খুলতেই সূচক ৪২৭ পয়েন্ট বেড়ে ৬০,৩১২.৫১ পয়েন্টে পৌঁছয়। অন্যদিকে, সেনসেক্সের পাশাপাশি নিফটিও রেকর্ড গড়েছে। এদিন সকালে বাজার খুলতেই একলাফে ১০৯ পয়েন্ট বাড়ে নিফটির সূচক। ১৭,৯৪৭ সূচকে সর্বকালীন সূচকের রেকর্ড গড়ে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ল ক্লার্ক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার। ছবি ঃ নিজস্ব

হ্যারিসের সঙ্গে সাক্ষাত মোদীর, জানালেন কমলার কৃতিত্ব বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করেছে

ওয়াশিংটন, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আমেরিকার ভাইস-প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সঙ্গে অবশেষে সাক্ষাৎ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার ওয়াশিংটনে কমলা হ্যারিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মোদী, বিভিন্ন বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কথোপকথন হয়েছে। টুইট করে মোদী জানিয়েছেন, 'ভাইস-প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খুশি। তাঁর কৃতিত্ব সমগ্র বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করেছে। আমরা একাধিক বিষয়ে কথা বলেছি, যা ভারত ও আমেরিকার মধ্যে বন্ধুত্বকে আরও শক্তিশালী করবে।'

মোদী ও কমলা হ্যারিসের মধ্যে কী কী আলোচনা হয়েছে সে বিষয়ে ভারতের বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা জানিয়েছেন, মহাকাশ, তথ্যপ্রযুক্তি, উদীয়মান প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে মোদী ও হ্যারিসের মধ্যে। সন্ত্রাসবাদ নিয়েও আলোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী ও আমেরিকার ভাইস-প্রেসিডেন্ট। সন্ত্রাসবাদে পাকিস্তানের ভূমিকা নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেছেন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ভারত ও জাপানের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধুত্ব সমগ্র পৃথিবীর জন্য ভালো : মোদী

ওয়াশিংটন, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): জাপানই ভারতের অন্যতম মূল্যবান অংশীদার। মার্কিন মুলুকে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিদে সুগার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর এমনটাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে মোদী জানিয়েছেন, 'জাপানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চমৎকার বৈঠক হয়েছে আমার, ওই বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, যা আমাদের মধ্যে সহযোগিতা আরও বাড়িয়ে তুলবে। ভারত ও জাপানের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধুত্ব সমগ্র পৃথিবীর জন্য ভালো।' শুক্রবার ওয়াশিংটনে মিলিত হন মোদী ও সুগা। ভারত ও জাপানের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে কী কী আলোচনা হয়েছে, সে বিষয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, নরেন্দ্র মোদী ও ইয়োশিহিদে সুগার মধ্যে ইন্দো-প্যাসিফিক, আঞ্চলিক উন্নয়ন, সাপ্লাই চেইন স্থিতিস্থাপকতা, বাণিজ্য, ডিজিটাল অর্থনীতি এবং পি২পি সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা জানিয়েছেন, মুম্বই-আহমেদাবাদ হাইস্পিড ট্রেন প্রোজেক্ট নিয়েও মোদী-সুগার মধ্যে কথা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

মোদী-মরিসন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক, প্রধানমন্ত্রী জানালেন স্কটের সঙ্গে বার্তালাপ সর্বদা চমৎকার

ওয়াশিংটন, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কমার্স, বাণিজ্য, এনার্জি-সহ বিভিন্ন বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনের সঙ্গে বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পর টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'আমার বন্ধু স্কট মরিসনের সঙ্গে বার্তালাপ সর্বদাই চমৎকার।' অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী আবার জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে।

শুক্রবার ওয়াশিংটনে মিলিত হন মোদী ও মরিসন। ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল নিয়েও বৈঠক হয়েছে। কথা হয়েছে বাণিজ্য, এনার্জি-সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে। বৈঠকের পর স্কট মরিসনের সঙ্গে তোলা একটি ছবি টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, আমার বন্ধু স্কট মরিসনের সঙ্গে বার্তালাপ সর্বদাই চমৎকার। কমার্স, বাণিজ্য, এনার্জি-সহ অনেক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে আমাদের ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ভারতে ৮৪-কোটির ঊর্ধ্বে টিকাকরণ, ২৪ ঘন্টায় ডোজ পেলেন ৭২.২০-লক্ষ প্রাপক

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে ৮৪.১৫-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৭২.২০-লক্ষের বেশি প্রাপক। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৮৪.১৫-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড টিকাকরণের সংখ্যা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৮৪,১৫,১৮,০২৬ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৭২,২০,৬৪২ জনকে।

ভারতে ৫৫.৯৯-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৩ সেপ্টেম্বর সারা দিনে ভারতে ১৫,৬৫,৬৯৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৫৫,৯৯,৩২,৭০৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৫,৬৫,৬৯৬ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩১ হাজার ৩৮২ জন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

১৫ নভেম্বর থেকে বিহারে খুলবে প্রাথমিক স্কুল, চালু হবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রও

পাটনা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ক্ষুদে পড়ুয়াদের জন্য সুখবর। আগামী ১৫ নভেম্বর থেকে বিহারে খুলে দেওয়া হবে সমস্ত প্রাথমিক স্কুল। ওই দিন থেকে খুলবে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রও। শুক্রবার টুইট করে এমনটাই জানিয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। একইসঙ্গে নীতীশ কুমার জানিয়েছেন, সমস্ত যোগ্য ব্যক্তিদের টিকা দেওয়া হবে।

তিনটি টুইটের মাধ্যমে এদিন সরকারের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন নীতীশ কুমার। প্রথম টুইটে মুখ্যমন্ত্রী জানান, করোনা-মহামারীর সঙ্গে সম্পর্কিত বিধিনিষেধের ইতিবাচক ফলাফল দেখা যাচ্ছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার করার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ১৫ নভেম্বর থেকে রাজ্যে খুলে দেওয়া হবে সমস্ত প্রাথমিক স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। দ্বিতীয় টুইটে নীতিশ জানান, আসন্ন উৎসবের সময় মিছিল ও ভিড় রুখতে নির্দেশ জারি করবে জেলা প্রশাসন। যে সমস্ত রাজ্যে করোনা-সংক্রমণের হার অধিক, সেই সমস্ত রাজ্য থেকে আসা যাত্রীদের জন্য কোভিড-পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। তৃতীয় ও শেষ টুইটে নীতীশ জানান, সমস্ত যোগ্য ব্যক্তিদের টিকা দেওয়া হবে। এখনও কোভিড সতর্কতা মেনে চলার দরকার রয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

মধ্যমগ্রামে লরিতে ধাক্কা পিকআপ ভ্যানের, মৃত্যু একজনের

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে, যশোর রোডের উপর দাঁড়িয়ে থাকা লরিকে পিছন থেকে ধাক্কা মারল একটি পিকআপ ভ্যান। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের। শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যমগ্রামে চৌমাথার কাছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে চৌমাথার কাছে যশোর রোডের উপর কলকাতাগামী মুরগি বোঝাই পিকআপ ভ্যান লরির পিছনে ধাক্কা মারে। নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই এই দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজনের, মৃতের নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। দুর্ঘটনার পর থেকেই পিকআপ ভ্যানের চালক-সহ তিনজন পলাতক। পুলিশ তাঁদের খুঁজছে।

মহন্ত নরেন্দ্র গিরি মৃত্যু-মামলার তদন্তে সিবিআই, গঠিত বিশেষ দল

লখনউ, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অখিল ভারতীয় আখাড়া পরিষদের সভাপতি মহন্ত নরেন্দ্র গিরি-র অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলার তদন্তভার নিজেদের হাতে তুলে নিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। ইতিমধ্যেই বিশেষ দলও গঠন করেছে সিবিআই। ওই টিম মহন্ত নরেন্দ্র গিরি-র অস্বাভাবিক মৃত্যু-মামলার তদন্ত শুরু করবে। শুক্রবার মহন্ত নরেন্দ্র গিরি-র অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলার তদন্তভার নিজেদের হাতে নিয়েছে সিবিআই। বৃহস্পতিবার বিকেলেই পাঁচ-সদস্যের সিবিআই টিম দিল্লি থেকে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে পৌঁছেছে। উল্লেখ্য, প্রয়াগরাজের বাঘামবারি মঠ থেকে উদ্ধার হয়েছিল মহন্ত নরেন্দ্র গিরি-র দেহ।

মহন্তের মৃত্যুতে বুধবার রাতেই সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করেছিল উত্তর প্রদেশ সরকার। কংগ্রেস ও শিবসেনা-সহ বিরোধী দলগুলিও সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়েছিল। হরিদ্বারে সাধুদের পক্ষ থেকে প্রথম থেকেই দাবি করা হয়েছে, মহন্তের মৃত্যু ষড়যন্ত্রের জন্যই। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, দোষীদের রেয়াত করা হবে না। এবার মহন্ত নরেন্দ্র গিরি-র অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলার তদন্তভার নিজেদের হাতে তুলে নিল সিবিআই। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

আর ১২ ঘন্টা নয়, কমে গেল মহারাষ্ট্রে মহিলা পুলিশ কর্মীদের কাজের সময়

মুম্বই, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের মহিলা পুলিশ কর্মীদের জন্য সুখবর। কমে গেল তাঁদের কাজের সময়, ১২ ঘন্টার পরিবর্তে এবার থেকে তাঁদের কাজ করতে হবে ৮ ঘন্টা। মহারাষ্ট্র সরকার এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুক্রবার মহারাষ্ট্রের সিজিপি সঞ্জয় পান্ডে জানিয়েছেন, মহিলা পুলিশ কর্মীদের কাজের সময় ১২ ঘন্টা থেকে কমিয়ে ৮ ঘন্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহারাষ্ট্র সরকার।

উদ্ধব ঠাকরে সরকারের এই সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই খুশি মহারাষ্ট্রের সমস্ত মহিলা পুলিশ কর্মীরা। কাজের সময় ৪ ঘন্টা কমে যাওয়া কম কথা নয়! এত দিন রোদ-জলে ভিজে ১২ ঘন্টা ডিউটি করতেন মহিলা পুলিশ কর্মীরা। কিন্তু, মহারাষ্ট্র সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ১২ ঘন্টার পরিবর্তে ৮ ঘন্টা কাজ করতে হবে মহিলা পুলিশ কর্মীদের।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

জামিন পেলেন অভিনেতা গৌরব, সপ্তাহে ৩-দিন হাজিরা দিতে হবে এনসিবি অফিসে

মুম্বই, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মাদক মামলায় জামিন পেলেন অভিনেতা গৌরব দীক্ষিত। শুক্রবার ৫০ হাজার টাকার বন্ডে গৌরবকে জামিন দিয়েছে আদালত। বেশ কিছু শর্তে এদিন অভিনেতাকে জামিন প্রদান করেছে মুম্বইয়ের আদালত। যেমন-আদালতের অনুমতি ছাড়া মুম্বই ছাড়তে পারবেন না তিনি। এছাড়াও চার্জশিট দাখিল না হওয়া পর্যন্ত সপ্তাহে ৩-দিন, সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার এনসিবি অফিসে রিপোর্ট করতে হবে তাঁকে। বাড়ি থেকে মাদক দ্রব্য উদ্ধার হওয়ায় গত ২৭ আগস্ট অভিনেতা গৌরব দীক্ষিতকে গ্রেফতার করেছিল নার্কোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)। অবশেষে শুক্রবার গৌরবকে জামিন প্রদান করেছে মুম্বইয়ের আদালত। শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়ে আদালত জানিয়েছে, আদালতের অনুমতি ছাড়া মুম্বই শহর ছাড়তে পারবেন না তিনি। চার্জশিট দাখিল না হওয়া পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহের সোমবার, বুধবার ও শুক্রবার এনসিবি অফিসে রিপোর্ট করতে হবে তাঁকে।

উত্তর প্রদেশে বিজেপির সঙ্গে জোট নিশাদ পার্টির, ধর্মেন্দ্র বললেন কৃষকদের আয় বাড়ানোই লক্ষ্য

লখনউ, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ও নিশাদ পার্টি একসঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও উত্তর প্রদেশে বিজেপির নির্বাচনী দায়িত্বপ্রাপ্ত ধর্মেন্দ্র প্রধান ও উত্তর প্রদেশ বিজেপির রাজ্য সভাপতি স্বতন্ত্র দেব সিং এবং নিশাদ পার্টির প্রধান সঞ্জয় নিশাদের উপস্থিতিতে এই জোট ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে ২০১৯ সালের সংসদীয় নির্বাচনেও বিজেপির পাশে ছিল নিশাদ পার্টি। উত্তর প্রদেশ বিজেপির রাজ্য সভাপতি স্বতন্ত্র দেব সিং এদিন লখনউতে জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে নিশাদ পার্টির সঙ্গে জোট করে ২০২২ সালের উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে লড়বে বিজেপি। নিশাদ পার্টি ছাড়াও আপনা দলও বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের অংশ হবে উত্তর প্রদেশ ভোটে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও উত্তর প্রদেশে বিজেপির নির্বাচনী দায়িত্বপ্রাপ্ত ধর্মেন্দ্র প্রধান জানিয়েছেন, উত্তর প্রদেশে ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আপনা দলও বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটের অংশ হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এদিন আরও জানান, কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, এমএসপি-তে কৃষি পণ্য কিনে হোক অথবা জৈব চাষকে উৎসাহিত করে কিংবা ফার্ম মার্কেটিং ইনফ্রাস্ট্রাকচারে ১ লক্ষ কোটি টাকা খরচ করেই হোক। বিজেপির কৃষকদের, বিশেষ করে ছোট কৃষকদের আশীর্বাদ পেয়েছে।

টেট টিচার ওয়েলফারে মানব শৃংখল করল বিশ্রামগঞ্জে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। শুক্রবার বিকেলে ত্রিপুরা টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সারা রাজ্যের সঙ্গে সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা আধিকারিক হাবুল লোধ এর নিকট প্রথমে ডেপুটেশনে মিলিত হন দশ জনের এক প্রতিনিধি দল। প্রতিনিধিদল সিপাহীজলা জেলা ত্রিপুরা টেট টিচার ওয়েলফেয়ারের সভাপতি সুব্রত দাস এর নেতৃত্বে জেলা শিক্ষা আধিকারিকরা হাবুল লোধ এর নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হন। ডেপুটেশন শেষে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে এক মানব শৃংখল করেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। ত্রিপুরা টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের দাবি অনেকবার গন ডেপুটেশন সহ বিভিন্নভাবে সরকারকে জানান দিতে চেষ্টা করেছিলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের টেট শিক্ষকরা তুলনায় কতটা বঞ্চিত। আর টি ই অ্যাক্ট চালু হওয়ার পর গত ডিসেম্বরের ২০১৬ ইং সালে প্রথমবারের মতো রাজ্যে শিক্ষকদের নিযুক্তি হয় এবং গত বাম সরকারের শিক্ষকদের বঞ্চনাকে জিইয়ে রেখে টেট শিক্ষকদের স্থির বেতনের চাকরি দেন। আবারো ২০১৮ সালের বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও পুনরায় স্থির বেতনের নিয়োগ হচ্ছে। ত্রিপুরা টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন রাজ্যের শিক্ষার দিক থেকে শুরু করে শিক্ষা মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পর্যন্ত বারবার এই স্থির বেতনের রহস্য ভেদ করার চেষ্টা করেছিল নিয়মিতকরণে আশ্বাস পেয়ে ও শিক্ষকদেরকে বঞ্চনার নিবৃতি হয়নি।এমনকি বিগত দুই বছর পূর্বে নিয়মিতকরণের জন্য প্রায় ২ হাজার শিক্ষক স্বাক্ষর সম্বলিত দলিল মুখ্যমন্ত্রী সন্নিকটে প্রদান করা হয়। এছাড়া আরো বলেন শিক্ষকদের বঞ্চনা মানে শিক্ষকদের সামাজিক ও মানসিকভাবে ভেঙে দেওয়া। যদি জাতির মেরুদন্ড ভাঙ্গা থাকে তবে সেই জাতির উন্নতি কতদূর সম্ভব তা সবাই জানা। ত্রিপুরা টেট টিচার ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন শিক্ষকদের নির্ধারণের দাবিকে সামনে রেখে পাঁচ বছর ধরে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। তাদের দীর্ঘ বঞ্চনা ২০১৬ সাল থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ৬ হাজার শিক্ষক সম্মানের সহিত টেট উত্তীর্ণ হয়ে নিযুক্তি পায়। বর্তমান সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এর কাছে অনুরোধ করেন অতিসত্বর তাদের বেতন ক্রম প্রদান করার জন্য এরই দাবিতে সিপাহীজলা জেলা শিক্ষা অধিকারের নিকট প্রথম ডেপুটেশন পরবর্তী সময়ে মানব শৃংখল করল বিশ্রামগঞ্জ বাজারে শিক্ষক-শিক্ষিকারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে গলা প্ল্যাকার্ড নিয়ে ব্যানার লাগিয়ে।

সাব্রুমে ফিলিং স্টেশনে গাড়িতে অগ্নিসংযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। সাব্রুমের যুব শক্তি ক্লাব সংলগ্ন দমদমা এলাকায় এম এস শুভাকাঙ্ক্ষী ফিলিং স্টেশনে গতকাল রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ একটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে এক দুর্বৃত্ত। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাবরুমের

যুব শক্তি ক্লাব সংলগ্ন দমদমা এলাকায় এম এস শুভাকাঙ্ক্ষী ফিলিং স্টেশনে গতকাল রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। গাড়িতে আগুন থেকে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে আসেন। পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে।। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। দমকল কর্মীরা এসে আগুন আয়ত্তে আনে। গাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ।পুলিশ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে এলাকাবাসী দাবি করেন যে পেট্রোলপাম্পে থাকা সিসিটিভি খতিয়ে দেখার জন্য। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখতে গিয়ে পুলিশ দেখতে পায় দমদমা এলাকার সাগর সিং নামে এক যুবক গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে পুলিশ রাতেই ওই যুবককে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে সাব্রুম থানাতে। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা করে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ।স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন পেট্রোল পাম্পের আশপাশে প্রচুর বাড়িঘর রয়েছে। বাড়ি থেকে আগুন পেট্রোলপাম্পে এবং স্থানীয় ছড়িয়ে পড়লে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। ভাগ্যিস স্থানীয় লোকজন তাকে সঙ্গে সঙ্গে বাহিনীকে খবর দেওয়ায় আগুন বেশী দূর গড়াতে পারে নি।অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

ধর্মনগরে পাঁচটি বামপন্থী গণসংগঠনের ডাকে কনভেনশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর ভারত বন্ধের ধর্মনগরে পাঁচটি বামপন্থী গণসংগঠনের ডাকে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশন থেকে দেশব্যাপী বন্ধ সফল করার জন্য আহ্বান জানানো হয়।আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর ভারত বন্ধের ডাক দিয়েছে সারা ভারত সংযুক্ত কিষান মোর্চা।উক্ত ভারত বন্ধের সমর্থণে ৫টি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের এক

কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে সিপি আই এম ধর্মনগর মহকুমা দপ্তরের সভা গৃহে। কনভেনশনে বামপন্থী দলের প্রতিনিধিরা ২৭ সেপ্টেম্বর ভারত

বন্ধের সমর্থনে তাদের আলোচনা করেন।মূলত কৃষি আইনের বিরোধিতা করেই সারা দেশ জুড়ে বন্ধের ডাক দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সিপি আই এম উত্তর জেলা সম্পাদক অমিতাভ দত্ত। তিনি অভিযোগ করেন কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বদলে কৃষকদের স্বার্থ বিঘ্নিত করার লক্ষ্যে কৃষি আইন পরিবর্তন করেছে। এ ধরনের প্রচেষ্টা দেশের কৃষি ব্যবস্থার উপর মারাত্মক আঘাত নামিয়ে আনতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন। কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে দেশজুড়ে কৃষকরা যখন আন্দোলনে সামিল হয়েছেন তখন সে আন্দোলন স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নানা চক্রান্ত শুরু করেছে। যাবতীয় চক্রান্ত প্রতিহত করে কৃষকরা দেশব্যাপী আন্দোলন নয় মাস ধরে চালিয়ে যাচ্ছে। এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে আমাদের রাজ্য প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রান্ত নীতির উল্লেখ করে সিপিআইএম উত্তর জেলা কমিটির সম্পাদক অমিতাভ দত্ত বলেন কেন্দ্রীয় সরকার জনগণকে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই সব প্রতিশ্রুতি পালন করেনি। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কারি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।২৭ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী ধর্মঘটের সমর্থনে ধর্মনগরে আয়োজিত পাঁচটি গণসংগঠনের ডাকা কনভেনশনে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। ধর্মঘট সফল করার জন্য কনভেনশন থেকে জোরালো আওয়াজ উঠেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী রামচন্দ্র প্রসাদ সিং আজ সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। মুখ্যমন্ত্রী তাকে উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানান এবং তাঁর হাতে মারক উপহার হিসেবে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের প্রতিক'তি তুলে দেন। সাক্ষাৎকারকালে রাজ্যের উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে উভয়ের মধ্যে আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী আলোচনাকালে কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রীকে জানান, বর্তমান রাজ্য সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ত্রিপুরাকে স্বনির্ভর রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। সেই লক্ষ্যে ক'ষি, মৎস্য, প্রাণী সম্পদ, বনজ সম্পদ ইত্যাদি প্রাথমিক ক্ষেত্রগুলিকে উন্নয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কাজ শুরু করে। রাজ্যে ক'ষি, প্রাণী সম্পদ ক্ষেত্রগুলিতে উল্লেখযোগ্য সফলতা এসেছে। আগরকে কেন্দ্র করে রাজ্যের অর্থনীতি উন্নয়নের বড় সুযোগ রয়েছে। রাজ্য সরকার এই ক্ষেত্রের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন করে আগর থেকে প্রস্তুত বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রির সুযোগ তৈরী করে দিয়েছেন। এরফলে শুধুমাত্র আগরচাষীদেরই নয় আগামী দিনে ত্রিপুরার অর্থনীতিও সমৃদ্ধ হবে। রাজ্যে আগরকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিরাট সুযোগ থাকলেও বিগত দিনে তা উপেক্ষিত ছিল।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বিভিন্ন প্রাক'তিক সম্পদে ভরপুর। রাজ্যের প্রাক'তিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে শিল্পের উন্নয়নে সরকার প্রচেষ্টা নিয়েছে। রাজ্যে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক'ত্তিম প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে ী বাছুরের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এই ক'ত্রিম প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে ৯৭ শতাংশ ী বাছুর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমানে এই প্রকল্পে সফলতাও এসেছে। রাজ্যে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি দুগ্ধজাত সামগ্রী উৎপাদনেও রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ইন্টারনেট ব্যবস্থার অনেক উন্নতমানের হয়েছে। এগুলিকে ভিত্তি করেই আগামী দিনে ত্রিপুরা উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির জন্য গেটওয়ে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা একটা সময় উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী উপেক্ষিত ছিল। বিগত কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার উন্নয়নে তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

বিভিন্ন বিষয়ে ত্রিপুরার উন্নয়নের সম্ভাবনা থাকলেও বিগত কেন্দ্রীয় সরকারের মানসিকতার কারণে রাজ্য অবহেলিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের সূচনা করেন। ফলে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির ক্রমশ অগ্রগতির পথে এগুচ্ছে। আলোচনাকালে কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী রাজ্যের উন্নয়নে রাজ্য সরকারের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বিশেষ করে কোভিড টিকাকরণে রজ্যের অভূতপূর্ব সাফল্য, ক'ষিক্ষেত্র, রাবার চাষ, আগরচাষ, আনারস চাষ উন্নয়নে রাজ্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলির প্রশংসনীয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এগুলিকে ভিত্তি করেই ত্রিপুরা আগামী দিনে স্বনির্ভর রাজ্যে পরিণত হবে বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সিং আশা ব্যক্ত করেন। সাক্ষাৎকারকালে স্টীল অথরিটি অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যান সোমা মণ্ডল, স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে উপস্থিত ছিলেন।

গ্রাহকদের সুবিধা অসুবিধার খোঁজ নিলেন বিদ্যুৎ নিগমের ডিজিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। চড়িলাম কল সেন্টারে বসে স্পট বিল নিয়ে গ্রাহকদের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ নিলেন খোদ বিদ্যুৎ নিগমের ডি জি এম। চড়িলাম বিদ্যুৎ কলসেন্টার অফিসে বসে স্পট বিলের ক্ষেত্রে গ্রাহকদের কোন অভিযোগ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখলেন বিদ্যুৎ নিগমের ডি জি এম। গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বললেন। বিদ্যুৎ নিগমের বিশালগড় ইলেকট্রিক ডিজিএম অর্থাৎ ডিভিশনাল জেনারেল ম্যানেজার রাজীব কুমার রায়ের ভূমিকায় সন্তুষ্ট গ্রাহকরা। সঙ্গে ছিলেন বিশ্রামগঞ্জ বিদ্যুৎ নিগমের সিনিয়র ম্যানেজার সজল কান্তি ভৌমিক এবং ম্যানেজার বাইচুং দেববর্মা।

চড়িলামে নতুন করে চালু হয়েছে স্পর্ট বিলিং। এই নতুন সিস্টেমে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিল দিয়ে দেওয়া হবে। পুরাতন সিস্টেম সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়েছে। এই নতুন রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে গ্রাহকদেরকে সঙ্গে সঙ্গে স্পোর্ট বিল দেওয়া হবে। এই সিস্টেমে স্পট কানেকশনও দেওয়ার সুযোগ রয়েছে গ্রাহকদের। তবে সেটা এখন চড়িলামে চালু হবে না। নিগম স্পট কানেকশন নিয়েও ভাবছে বলে জানান ডিজিএম রাজীব কুমার রায়। গ্রাহকদের কিভাবে আরো উন্নত বিদ্যুৎ পরিষেবা দেওয়া যায় তা নিয়ে নিগম আরো বেশি চিন্তাভাবনা করছে। পূর্বে যারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিল করত তাদেরকে দুইবার গ্রাহকদের বাড়িতে যেতে হতো। একবার মিটার রিডিং দেখে লিখে নিয়ে যেত। তারপর আবার বিলের কাগজ গ্রাহকদের বাড়ি দিয়ে আসতে হতো। অনেক সময় যারা বিল করত অনেক গ্রাহকের বিলে ভুলভ্রান্তি থাকতো জানিয়ে সমস্যা হতো। এই নতুন সিস্টেমে কোন সমস্যা হবে না বলে জানান ডিজিএম। কারণ যারা বিল করবে গ্রাহকদের বাড়ি বাড়ি যাবে তাদেরকে নিগম থেকে নতুন মোবাইল দেওয়া হয়েছে এবং নতুন আরএমএস অ্যাপস দেওয়া হয়েছে। যারা বিল করবে তারা গ্রাহকদের বাড়ি গিয়ে মোবাইল দিয়ে মিটার রিডিং ছবি তোলা মাত্র বিল জেনারেট হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ভুলের কোন সম্ভাবনা থাকবে না। প্রত্যেকের বাড়ির বিল হতে হবে এবং বিল করতে হবে মিটার রিডার দিয়ে। এমনটাই জানান নিগমের আধিকারিকরা। শুক্রবার চড়িলাম বিদ্যুৎ কল সেন্টার অফিসে বসে এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়।

আধিকারিকরা দীর্ঘক্ষন চড়িলাম কল সেন্টারে বসে স্পর্ট বিলিং এ গ্রাহকদের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ শুনেছেন এবং উত্তর দিয়েছেন। কিছু কিছু গ্রাহক বলেছেন স্পট বিলিং এ বিল বেশি এসেছে। তখন আধিকারিকরা বলেন এমনটা নয়। আসলে নতুন আরএমএস সিস্টেম এ লাগু করতে দুই মাস সময় লেগেছে। যার ফলে দুই মাসের বিল একসঙ্গে এসেছে যার জন্য গ্রাহকদের একটু বেশি মনে হচ্ছে বলে জানান ডিজিএম। প্রথম প্রথম একটু সমস্যা হবে। ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে। কারণ হঠাৎ করে নতুন একটা সিস্টেম চালু হলে কয়েকদিন একটু সমস্যা হয় বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন। ডিজিএম আরো জানান, অন্যান্য বছর দুর্গা পূজার আগে কর্পোরেট থেকে মেনটেনিস বাবদ যা দেওয়া হতো এই বছর মেনটেনিস বাবদ অনেক বেশি অর্থ বরাদ্দ করেছে কর্পোরেট। যাতে করে দুর্গাপূজা এবং অন্যান্য দিনগুলোতে লোডশেডিং না হয় এবং গ্রাহকরা যাতে পরিষেবা পায়।

কমিটিও

● প্রথম পাতার পর

দিয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কংগ্রেসের খোলনলচে বদলে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে হাইকমান্ড। তাতেও, কংগ্রেস পুনরুজ্জীবিত হবে বলে মনে করছে না রাজনৈতিক মহল।

মৃতদেহ

● প্রথম পাতার পর

শুক্রবার সকালে বাইজালবাড়ি উদ্দমদা পাড়া এলাকা থেকে নিরঞ্জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মানসিক ভারসাম্যহীন যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য গোটা এলাকায়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

মন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

আরও বেড়ে গেছে। তাঁর দাবি, সাব্রুমে ইস্পাত মজুত রাখার জন্য একটি স্টক ইয়ার্ড গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। মন্ত্রকের আধিকারিকদের সাথে আরও চর্চার মাধ্যমে সাব্রুমে স্টক ইয়ার্ড গড়ে তোলার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে, বলেন তিনি।

হামলা

● প্রথম পাতার পর

সমস্ত কিছু জেনেও মুখে কুলুপ এঁটে ছিলেন। সাথে তিনি যোগ করেন, উগ্রপন্থীদের সাথে রাজনৈতিক দলের যোগাযোগ রয়েছে ইউসুফ কমিশনের রিপোর্টে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। তাই, কমিশন গঠন করে উগ্রপন্থার মদতদাতাদের খুঁজে বের করা খুবই প্রয়োজন বলে মনে করি। পাশাপাশি, উগ্রপন্থী হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করার প্রস্তাব দেন তিনি।

এদিন ওই বেসরকারী প্রস্তাবে আলোচনায় অংশ নিয়ে ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য দিবাচন্দ্র রাঙ্খল বলেন, অতীতে কার নির্দেশে উগ্রপন্থার জন্ম হয়েছে তা জানা খুবই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আত্মসমর্পনকারী বৈরীদের জিজ্ঞাসাবাদে সমস্ত রহস্য বেরিয়ে আসবে বলে তিনি মনে করেন। ট্রেজারি বেঞ্চের আরেক সদস্য আশীষ দাসও উগ্রপন্থী হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করার প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে, এদিন ওই বেসরকারী প্রস্তাবে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্য শংকর রায় এবং অরুন চন্দ্র ভৌমিক। তাঁদের বক্তব্য, শুধু উগ্রপন্থী হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা দেওয়া হলে মানুষের মধ্যে ভুল বার্তা যাবে। কারণ, দীর্ঘ বাম শাসনে বহু মানুষ রাজনৈতিক সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন। তাঁরাও পুনর্বাসনের সুযোগ পাওয়ার অধিকারী।

ওই বেসরকারী প্রস্তাবের উপর আলোচনা শুনে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সকলকে আশ্বস্ত করেন, ত্রিপুরায় উগ্রপন্থার ব্যবসা এখন আর চলবে না। কারণ, মানুষের কাছে রোজগার পৌছে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় উগ্রপন্থায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন জনজাতি অংশের মানুষ। তিনি এই পরিস্থিতির জন্য বামফ্রন্ট সরকারকে দায়ী করেছেন। তাঁর দাবি, উগ্রপন্থার জন্ম হলে উন্নয়নের জন্য কেউ চিতার করবে না। তাতে, উন্নয়নের অর্থ লুটেপুটে খাওয়া যাবে, এমনটাই মানসিকতা ছিল পূর্বতন সরকারের। তাঁদের মানসিকতা ছিল উগ্রপন্থার বাজার টিকিয়ে রাখা। তাতে, ভয় পরিবেশ কায়েম হবে। কিন্ত, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী পদে নরেন্দ্র মোদী দায়িত্ব নেওয়ার পর উগ্রপন্থার শিকর উপরে ফেলা হয়েছে।

তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী মোদী উগ্রপন্থার ব্যবসা করার দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। উগ্রপন্থী সমস্যার সমাধান করেছেন। তাই, উগ্রপন্থীদের সহায়তায় নির্বাচনে জয়ী হওয়া এখন সম্ভব নয়। তিনি বলেন, মানুষের কাছে রোজগার পৌছে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্যের সুবিধা মানুষের কাছে পৌছে যাচ্ছে। তাছাড়া, ২০২২ সালের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যে সীমান্তে কাটা তারের বেড়া নির্মানের কাজ সমাপ্ত হয়ে যাবে। ফলে, ত্রিপুরায় উগ্রপন্থীদের নিয়ে রাজনীতি সম্ভব হবে না।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন আশ্বস্ত করেন, উগ্রপন্থী হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায়-বিচারের জন্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দিয়ে তদন্ত কমিশন গঠনের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। তবে, কমিশন গঠন করে উগ্রপন্থা দমন সম্ভব হবে না। এদিন তিনি জোর গলায় বলেন, ত্রিপুরায় উগ্রপন্থার ব্যবসা আর সম্ভব হবে না। তাই, অযথা চিন্তিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, অভয় দিয়ে বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিরোধীদের শ্লোগানে বিধানসভায় পরিবেশ ভারী হয়ে উঠে। অধ্যক্ষও বিরোধীদের বিক্ষোভের মাঝেই প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করে দেন। তাই, প্রতিবাদে বিরোধীরা বিধানসভা অধিবেশন বয়কট করে বেরিয়ে যান। এদিন, অধিবেশনের প্রথমার্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার ত্রিপুরার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে মুলতবি প্রস্তাব খারিজ করে দেওয়ায় অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণের অভিযোগ এনেছেন। সাথে তিনি ঘোষণা দেন, বিরোধীরা সমগ্র অধিবেশন বয়কট করেছেন।

এদিন বিরোধী দলনেতা বলেন, আজ মুলতবি প্রস্তাবের মূল বিষয়বস্তু ছিল ত্রিপুরায় আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থার চরম অবনতি। বিরোধীদের উপর আক্রমণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি, বিরোধী দলের অফিস লাগাতর আক্রান্ত হচ্ছে। তাই, আজ বিধানসভায় সমস্ত কার্যসুচি স্থগিত রেখে আইন-শৃঙ্খ

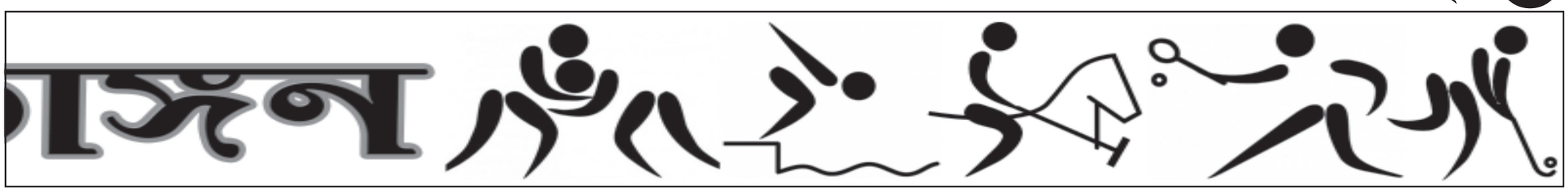

আশা হারাতে রাজি নন রোহিত শর্মা

আবুধাবি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বৃহস্পতিবার গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের বিরুদ্ধে হেরে গিয়ে কিছুটা হলেও চাপে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। তবে এই হারের জন্য ভেঙে পড়তে রাজি নন রোহিত শর্মা। মুম্বই দলের অধিনায়ক মেনে নিচ্ছেন কাজটা কঠিন হয়ে গেল তার দলের পক্ষে। দ্বিতীয় পর্যায় আইপিএল শুরু হওয়ার পর প্রথম ম্যাচে মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে হার। তারপর শাহরুখ খানের নাইটদের বিরুদ্ধে সাত উইকেটে হার, আইপিএল যেন দূরে সরে যাচ্ছে মুম্বইয়ের থেকে।

রোহিত শর্মা সাফ জানিয়েছেন, মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের আরও দায়িত্ব নিতে হবে। সূর্যকুমার, ঈশান, ক্রুনাল, সেভাবে বড় রান কেউ করতে পারেননি। পোলার্ড ঝড় তোলার ইঙ্গিত দিলেও, থেমে যেতে হয়েছিল মাত্র ২১ রানে। অথচ ডি কক এবং রোহিত মিলে দুর্দান্ত ওপেনিং পার্টনারশিপ তৈরি করেছিলেন। ৭৭ রানে কোনও উইকেট হারায়নি মুম্বই। কিন্তু তারপর তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে ব্যাটিং।

তবে অতীতে এমন জায়গা থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অভিজ্ঞতা আছে মুম্বই দলের। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে পাল্টা লড়াই করতে জানে দলটা। রোহিত পরিষ্কার বার্তা দিয়েছেন ঘুরে দাঁড়াতেই হবে। আর সময় নেই ভুল করার। রবিবার বিরাট কোহলির আরসিবি দলের বিরুদ্ধে কঠিন পরীক্ষা মুম্বই দলের। ওই ম্যাচটা জিততে না পারলে অবস্থা আরো কঠিন হবে মুম্বইয়ের। তাছাড়া উল্টোদিকে যখন বিরাট কোহলি, তখন রোহিত শর্মা ব্যাট হাতে নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন বলা যেতে পারে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে রেকর্ডের দোরগোড়ায় বিরাট

আবুধাবি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আজ শুক্রবার আইপিএল-এ মুখোমুখি হতে চলেছে চেন্নাই সুপার কিংস এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। তবে আজকের মাচে মাঠে নামার আগে এক অনন রেকর্ডের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিরাট কোহলি। আর মাত্র ৬৬ রান করলেই টি-২০ ক্রিকেটে ১০,০০০ রানের রেকর্ড স্পর্শ করবেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর দলের অধিনায়ক।

টি-২০ ক্রিকেটে পঞ্চম ব্যাটসম্যান হিসেবে ১০ হাজার রানের গণ্ডি টপকাতে চলেছেন বিরাট কোহলি। ইতিপূর্বে সাফল্যের এই শৃঙ্গ স্পর্শ করেছেন ক্রিস গেইল, কায়রন পোলার্ড, শোয়েব মালিক এবং ডেভিড ওয়ার্নার।

তবে চেন্নাইয়ের বিরুদ্ধে আজকের ম্যাচ খুব একটা সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। কারণ গত ম্যাচে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে চেন্নাই সুপার কিংস জয়লাভ করেছিল। অন্যদিকে কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছে হেরে গিয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর। এখনও পর্যন্ত চেন্নাই এবং ব্যাঙ্গালোরের মধ্যে মোট ২৭ ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছে। তারমধ্যে ১৭ ম্যাচে জয়লাভ করেছে ধোনির দল। অন্যদিকে শেষ পাঁচটি ম্যাচে (২০১৮ সাল থেকে) রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর দুটো ম্যাচ জিতেছে।

চেন্নাই সম্ভাব্য একাদশ:

ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, মইন আলি, সুরেশ রায়না, অম্বাতি রায়াডু, মহেন্দ্র সিং ধোনি (অধিনায়ক, উইকেটরক্ষক), রবীন্দ্র জাদেজা, স্যাম কারেন, ডোয়েন ব্রাভো, শার্দূল ঠাকুর, দীপক চাহার, জস হ্যাজেলউড

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর সম্ভাব্য একাদশ: বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), দেবদত্ত পাডিক্কল, কেএস ভরত (উইকেটকিপার), গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, এবি ডি ভিলিয়ার্স, সচিন বেবি কাইল জেমিসন, ওয়ানিন্দু হাসারঙ্গা, হর্ষল প্যাটেল, মহম্মদ সিরাজ, যুজবেন্দ্র চাহাল। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

না খেলেই দেশে ফিরেছে নিউজিল্যান্ড, পাক পুলিশের ২৭ লক্ষ টাকার বিরিয়ানির বিলে মাথায় হাত পিসিবির

লাহর, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের সংবাদ শিরোনামে নিউজিল্যান্ডের পাক সফর।পাকিস্তানের মাটিতে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ডের সেই সিরিজে একটিও বল মাঠে না গড়ালেও কিউয়িদের নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকা পুলিশ হজম করে ফেলেছে ২৭ লক্ষ টাকার বিরিয়ানি! যা নিয়ে মাথায় হাত পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের।জানা গেছে সাত দিনে ২৭ লক্ষ টাকার বিরিয়ানি খেয়ে ফেলেছে পাকিস্তান পুলিশ। ১৮ বছর পর পাকিস্তান সফরে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ড দল। সফরকে ঘিরে বিপুল আয়োজন করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। নিরাপত্তার অযুহাত দেখিয়ে একটি ম্যাচও না খেলে দেশে ফিরে যায় কিউয়িরা। এতে পিসিবির বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। পাক গণমাধ্যমের খবর, সিরিজ বাতিল হওয়ায় দেড় মিলিয়ন ডলার বা ১৩ কোটি টাকা ক্ষতির মুখে পড়েছে পিসিবি। প্রশ্নও উঠেছে এতো বড় অঙ্কের খরচ কি করে হল?

খরচের খতিয়ান খতিয়ে দেখতে যে পিসিবি তথ্য পেয়েছে তাতে সকলের চোখ কপাল উঠেছে। সূত্রের খবরে বলা হয়েছে, কিউয়ি দলকে সুরক্ষার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডিতে ৫ টি এসপি এবং ৫০০ এরও বেশি এসএসপি মোতায়েন করা হয়েছিল। সিরিজ বাতিল হওয়ার আগে পর্যন্ত মোট ৭ থেকে ৮ দিন পুলিশ নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন। আর সেসব পুলিশদের বিরিয়ানি খাওয়াতেই নাকি পিসিবির খরচ হয়েছে ২৭ লাখ টাকা। এই অর্থই এখন বেশ ভারী লাগছে পিসিবির কাছে। কারণ পুলিশকে এত বিরিয়ানি খাইয়েও নিউজিল্যান্ড দলকে বোঝানো গেল না যে, তারা নিরাপদ। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে, নিরাপত্তাকর্মীদের দিনে দুবার বিরিয়ানি পরিবেশন করা হয়েছিল, যার মূল্য ছিল ২৭ লক্ষ টাকা। এই বিলটি যখন অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছিল তখন এটি প্রকাশ করা হয়েছিল। ২৭ লক্ষ টাকার বিপুল পরিমাণ দেখার পর, অর্থ মন্ত্রণালয় বিলটি আটকে রেখেছে এবং এটি এখনও পাস করা হয়নি। এখন দেখার বিষয় হবে যে পিসিবি এই বিলটি নিয়ে কী করে। আশা করা হচ্ছে পিসিবি ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট থেকে এই আর্থিক পরিমাণটা পেতে পারে।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

পিতৃহারা হলেন শেরফান, আইপিএল-এর মাঝে দেশে ফিরলেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অলরাউন্ডার

দুবাই, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আইপিএল-এর মাঝে পিতৃহারা হলেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা অলরাউন্ডার শেরফান রাদারফোর্ড। এই পরিস্থিতিতে পরিবারের পাশে দাঁড়াতে তাঁকে বাড়ি ফিরে যেতে হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই আইপিএলের জৈব সুরক্ষা বলয় ভেঙে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে তাঁকে।

যা নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে লিখেছে, 'শেরফান রাদারফোর্ডের বাবার মৃতুতে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে এসআরএইচ পরিবার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে। এই কঠিন সময়ে পরিবারের পাশে দাঁড়াতে শেরফান আইপিএলের বায়োবাবেল ভেঙে বের হয়ে যাচ্ছেন।'

আইপিএলের দ্বিতীয় পর্বে জনি বেয়ারস্টোর পরিবর্তে ওয়েস্ট ইন্ডিজের তারকা অলরাউন্ডার শেরফান রাদারফোর্ডকে নিয়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে এই ব্যাটসম্যানের পারফরম্যান্স দুরন্ত ছিল। তবে হায়দরাবাদের হয়ে এখনও পর্যন্ত একটি ম্যাচেও খেলেননি তিনি। তার আগেই রাদারফোর্ডকে ফিরে যেতে হচ্ছে দেশে।

উল্লেখ্য, আইপিএলের দ্বিতীয় পর্বে একটি ম্যাচ খেলে ফেলেছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। একটিতেই তারা হেরেছে। ৮ ম্যাচ খেলে একটি ম্যাচ জিতেছে তারা। বাকি ৭ ম্যাচেই হেরেছে। দু"পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকার লাস্টবয় হায়দরাবাদের দলটি। প্লে অফে যাওয়ার আশা কার্যত শেষ। এখন এই দলে ক্রিকেটারদের সামনে একটাই লক্ষ্য, ভাল পারফরম্যান্স করে নিজের দামটা বাড়িয়ে রাখা। যাতে পরের আইপিএলে ভাল দাম দিয়ে কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি তাদের কিনে নেয়!

—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

গোয়ায় আইপিএল বেটিং চক্রের হদিশ, পুলিশের হাতে ৬ বুকি

পানাজি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স) : চোদ্দতম ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগের দ্বিতীয় পর্বে মিলেছে একাধিক বেটিং চক্রের হদিশ। এবার পুলিশি তল্লাশিতে গোয়ায় মিলল আইপিএল বেটিং চক্র। দক্ষিণ গোয়ার ভাস্কো পুলিশ সূত্রের খবর তাঁদের হাতে ধরা পড়েছে চক্রের ৬ বুকি। সকলেই রয়েছে পুলিশের হেফাজতে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের থেকে ২টি ল্যাপটপ, একাধিক মোবাইল, একটি টেলিভিশন সেট, এক জোড়া ইম্প্রোভাইজড ডিভাইস পাওয়া গিয়েছে। এই ডিভাইসের সঙ্গে ফোন যুক্ত থাকে। কল নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ধৃতদের মধ্যে একজন নাগপুরের, বাকি সবাই রাজস্থানের। গত ১৯ সেপ্টেম্বর থেকেই তারা অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। এই ঘটনায় পুলিশ আরও তদন্ত চালাচ্ছে। শুধু গোয়াই নয়, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা থেকেও আইপিএলের দ্বিতীয় পর্বে বেটিং চক্রের হদিশ মিলেছে।

চলতি বছর আইপিএল ভারতে শুরু হলেও করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের দাপটে তা বন্ধ হয়ে যায়। বিসিসিআই বাধ্য হয় ফের সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে আইপিএল ফেরাতে। দ্বিতীয় পর্বের ইভেন্ট শুরু হয়ে গিয়েছে মরুদেশে। পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে রয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস (৯ ম্যাচে ১৪), দুয়ে চেন্নাই সুপার কিংস (৮ ম্যাচে ১২), তিনে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর (৮ ম্যাচে ১০), চারে কলকাতা নাইট রাইডার্স (৯ ম্যাচে ৮), ও পাঁচে রাজস্থান রয়্যালস (৮ ম্যাচে ৮)। যদিও গতবারের ও সর্বোচ্চ পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এখনও নিজেদের সেরাটা খেলতে পারেনি।

ম্যাচ জিতেও কেকেআর-র লাখ খানেক টাকার জরিমানা

আবুধাবি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আইপিএলে দীর্ঘদিন পর মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিপক্ষে জয়ের দেখা পেল নাইট রাইডার্স। আর জয়টাও মিলল বড় ব্যবধানে। এটি কেকেআরের চলতি আইপিএলের-পার্ট টু'তে টানা দ্বিতীয় জয়। বৃহস্পতিবার আবু ধাবির শেখ আবু জায়েদ স্টেডিয়ামে রোহিত শর্মার দলকে কলকাতা হারিয়েছে ৭ উইকেটে। মুম্বইয়ের ১৫৬ রানের লক্ষ্য কিং খানের দল টপকে যায় ২৯ বল বাকি রেখেই।

এমন জয়ের আনন্দের মাঝেও কেকেআরের জন্য রয়ে গেছে একটি দুঃসংবাদ। স্লো ওভার রেটের ফাঁদে পড়ে ২৪ লাখ টাকা আর্থিক জরিমানা দিতে হচ্ছে কেকেআর অধিনায়ক ইয়ন মরগ্যানকে। শুধু নেতারই নয়, কলকাতা একাদশের অন্যদেরও ম্যাচ ফি'র ২৫ শতাংশ জরিমানা হিসেবে দিতে হবে।

আইপিএলের প্লেয়িংকন্ডিশন অনুযায়ী, স্লো ওভার রেটের জন্য এক ম্যাচে অধিনায়কের জরিমানা করা হয় ১২ লাখ টাকা। তবে মরগ্যানকে গুনতে হচ্ছে ২৪ লাখ টাকা। কারণ একই মরশুমে দ্বিতীয়বার এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন ব্রিটিশ দলনেতাটি। তাই এবার প্রথমবারের জরিমানার দ্বিগুণ অর্থাৎ ২৪ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে মরগ্যানকে। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে আমেরিকার কোচ হরেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ২০১৬ সালে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করা কোচ হরেন্দ্র সিং এবার আমেরিকার কোচ হিসেবে দেখা যাবে। আগামী ২৪ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর ভুবনেশ্বরে জুনিয়র বিশ্বকাপ হবে। নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া নাম তুলে নেওয়ার পর আমেরিকা ও কানাডাকে খেলার আমন্ত্রণ জানিয়েছে বিশ্ব হকি সংস্থা।

২০১৬ সালে জুনিয়র বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মেয়েদের হকি টিমের কোচ হয়েছিলেন হরেন্দ্র। তারপর মনপ্রীত সিংদের সিনিয়র টিমেরও দায়িত্বে ছিলেন। এরপর তিনি আমেরিকার সিনিয়র কোচের দায়িত্ব নেন। এখনও সেই দায়িত্বেই বহাল। জুনিয়র বিশ্বকাপ খেলার সময় আমেরিকা যখন ভুবনেশ্বরে আসবে, টিমের সঙ্গে আসবেন তিনিও। হরেন্দ্রর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চাইছে আমেরিকান হকি ফেডরেশন।

হকিতে আমেরিকার পারফরম্যান্স দারুণ কিছু নয়। বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে তারা ২৪ নম্বরে রয়েছে। শুধু হরেন্দ্রই নন, আমেরিকার জুনিয়র টিমের বেশ কিছু ভারতীয় বংশোদ্ভুত প্লেয়ার রয়েছে। যতীন শর্মা, অমর খোখার, সৌমিক চক্রবর্তী, জগপ্রীত সিংরা ভারতের মাঠে খেলার সুযোগ পাবেন।

হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

এবার নেপালের ঘরোয়া লিগে খেলবেন আফ্রিদি

কাঠমান্ডু, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): এবার এভারেস্ট প্রিমিয়ার লিগ 'ইপিএল'-এ খেলবেন শাহিদ আফ্রিদি। নেপালের ঘরোয়া এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় খেলতে কাঠমান্ডুতে পৌঁছে গিয়েছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার।

পেশাদার এবং বাণিজ্যিক কারণে কাঠমান্ডুতে গেলেও সেখানে আফ্রিদিকে স্বাগত জানাতে হাজির হয়েছিলেন পাকিস্তান দূতাবাসের আধিকারিকরা, যা নিয়ে সাময়িক বিতর্ক তৈরি হয়। তবে ওই আধিকারিকরা জানিয়েছেন, নেহাতই সৌজন্যের খাতিরে আফ্রিদিকে স্বাগত জানাতে গিয়েছিলেন তাঁরা।

জানা গিয়েছে, কাঠমান্ডু কিংস ইলেভেনের হয়ে খেলবেন আফ্রিদি। শনিবার ত্রিভুবন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে প্রথম খেলা। নেপালে নেমে আফ্রিদি বলেছেন, "এখানে আমি মাত্র দু'টি ম্যাচে খেলব। তারপর চলে যাব। এখানে নিজের ফাউন্ডেশনের বাণিজ্যিক কাজও রয়েছে। সেগুলোও সম্পূর্ণ করতে হবে।"

কিংস ইলেভেন খেলবে ললিতপুর প্যাট্রিয়টসের বিরুদ্ধে। আফ্রিদির দলের অধিনায়ক হলেন নেপালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার সন্দীপ লামিছানে। এ ছাড়াও সে দেশের ক্রিকেট দলের একাধিক সদস্য রয়েছেন।—হিন্দুস্থান সমাচার

PNIT NO: ePT53/EE/RD/DIV/KCP/2021-22 Dt. 21.09.2021

The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites tender from eligible bidders up to 11.00 AM on 04.10.2021 for 05 (Five) No. projects under R.D. Kanchanpur Division during the year 2021-22. For details visit https://tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 8731817713 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

Executive Engineer
RD Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura

ICA-C-2260/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e- PT-10/EE/ RDUD/G/2021 -22 DATED-23/09/2021

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur ,Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 08/10/2021 for the following work-

1. Construction of Brick soiling road from South Chalitabari Dipali Jamatia house to Kathaliabari under 5B Nagar VC ,Killa RD Block.
2. Construction of Brick soling road from Santosh kr. Jamatia house to Rakhia ch. Jamatia land under Joying ADC Village,Killa RD Block.
3. Construction of Brick Soling road from Krishna Kanto Jamatia house to Amit Sadhan Jamatia house under Joying ADC Village,Killa RD Block.(L= 150 mtr)
4. Construction of Brick Soling road from Ananta Kr. Jamatia house to Situ Mohan Jamatia house under Joying ADC Village,Killa RD Block.(L=259 mtr)
5. Construction of Brick Soling road from NBCC Road to Bi joy Jamatia house under Killa ADC Village, Killa RD Block.
6. Construction of Brick Soling road from Twirupa Blacktop Road to Tipra Sadhan Jamatia house under Killa ADC Village, Killa RD Block.
7. Construction of Brick Soling road from Habuka Cherra to Ananta Jamatia house under Killa ADC Village, Killa RD Block.
8. Construction of Brick soling road from NBCC Road to Twirupa Cherra (i/c Palasiding length:20 mtr) under Killa ADC Village,Killa R.D.Block house.
9. Extension of Gallary at Joyingbari under Killa R.D.Block,Gomati District.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by e-mail to rdud.division'agmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

(Er. L. Sarkar)
Executive Engineer
R.D Udaipur Division

ICA-C-2256/2021-22

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO: 17/EE/WRD-I/2021-22. Dated:- 23 /09/2021.

SL No.	DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1	DNIT No. 73 /EE/WRD-1/DNIT/2021-22	Rs. 4,71,080.00	Rs. 4,711.00	6(Six)months.
2	DNIT No. 74 /EE/WRD-1/DNIT/2021-22	Rs. 4,85,320.00	Rs. 4,853.00	6(Six)months.
3	DNIT No. 75 /EE/WRD-1/DNIT/2021-22	Rs. 4,85,374.00	Rs. 4,854.00	6(Six)months.

The Last date and Time for receipt of application for issue of tender form is on 22 /10/2021 upto 4.00 PM & Last date of Issue of tender form is on 27/10/2021 upto 4.00 PM. And last date of dropping of tender form is on 30 /10/2021 upto 3.00 PM. The tender will be opened on the same day at 3.30PM if possible. For details please visit at Website: www.tenders.gov.in and/or www.tripurainfo.com N.B:- Publication in 3 (three) nos. local daily News

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

(Er. Pankaj Kumar Raha)
Executive Engineer
W.R. Division No-I
Kunjaban, Agartala.

ICA-C-2245/2021-22

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত রতন চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা বিধানসভার নয়া অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হয়েছেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। তিনি ত্রিপুরা বিধানসভার চতুর্দশ অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্বভার সামলাবেন। আজ শুক্রবার দ্বাদশ বিধানসভার দশম অধিবেশনের শুরুতেই উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন অধ্যক্ষ নির্বাচন পর্ব শুরু করেন। নিরবাচন পর্বে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রতন চক্রবর্তীকে অধ্যক্ষ হিসেবে ঘোষণা করেন উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।

উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু বলেন, অধ্যক্ষ নির্বাচনে তিনটি প্রস্তাব জমা পড়েছে। প্রথম প্রস্তাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং রাজস্বমন্ত্রী এনসি দেববর্মা এই প্রস্তাবে সমর্থন করেছেন। দ্বিতীয় প্রস্তাব দিয়েছেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। সেই প্রস্তাব সমর্থন করেছেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। তৃতীয় প্রস্তাব দিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতনলাল নাথ। তাঁর প্রস্তাবে সমর্থন করেছেন সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায়।

উপাধ্যক্ষ বিধানসভায় অধ্যক্ষ নির্বাচনের প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য বললে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী রতনলাল নাথ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিধায়ক রতন চক্রবর্তী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। প্রথা মেনে মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভা এবং ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্যরা নবনির্বাচিত অধ্যক্ষকে তাঁর আসন পর্যন্ত পৌঁছে দেন।

শুক্রবারা রাজ্য বিধানসভার নতুন অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তীকে আসনে বসালেন মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী, রাজস্বমন্ত্রী, উপাধ্যক্ষ সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

অধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হয়ে রতন চক্রবর্তী বিধানসভার সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি বিধানসভা পরিচলনায় সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি। নবনির্বাচিত অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী বলেন, গণতন্ত্রের পীঠস্থান বিধানসভায় সকল সদস্যই জনগণের কল্যাণ কামনা করেন। রাজ্যের উন্নয়নের পাশপাশি জনগণের সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য লড়াই করেন। তাই, গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে জনকল্যাণ এবং ত্রিপুরার উন্নয়ন নিশ্চিত করার আবেদন জানান তিনি। তাঁর মতে, বিধানসভায় ট্রেজারি বেঞ্চ এবং বিরোধীরা সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই বিধানসভা পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন নতুন অধ্যক্ষ।

ত্রিপুরা বিধানসভায় নতুন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হওয়ায় রতন চক্রবর্তীকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, সংসদীয় রাজনীতিতে আপনার অভিজ্ঞতা ত্রিপুরা বিধানসভাকে সমৃদ্ধ করবে। এদিন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার অধ্যক্ষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, পদ্ধতি অনুযায়ী বিরোধী দলের সহযোগিতা আপনি পাবেন। সাথে তিনি যোগ করেন, পদের মর্যাদা নিয়ে সজাগ সচেতন থেকে দায়িত্ব পালন করবেন বলে বিশ্বাস করি আমরা।

প্রাক্তন বিধায়ক চন্দ্রশেখর দত্তের প্রয়াণে বিধানসভায় শোক জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। প্রাক্তন বিধায়ক চন্দ্রশেখর দত্তের প্রয়াণে আজ রাজ্য বিধানসভায় শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে। রাজ্য বিধানসভার সদস্যগণ তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করেন। তার স্মৃতিচারণ করে অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী বলেন, প্রাক্তন বিধায়ক চন্দ্রশেখর দত্তের প্রয়াণে এই সভা গভীর শোকাহত। একই সঙ্গে রাজ্য বিধানসভা প্রয়াত বিধায়কের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সহমর্মিতা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করছে। উল্লেখ্য, প্রাক্তন বিধায়ক চন্দ্রশেখর দত্ত দীর্ঘ রোগভোগের পর এ বছরের ৩০ এপ্রিল বিলোনীয়াস্থিত নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ১৯৭২ সালে ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের হয়ে জয়লাভ করেছিলেন।

নরসিংগড়ে কোভিড টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শনে ইস্পাত মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী রামচন্দ্র প্রসাদ সিং আজ নরসিংগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কোভিড টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শন করে স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের খোঁজ খবর নেন। পরিদর্শনকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সিং প্রধানমন্ত্রী মাত্র বন্দনা যোজনা ও জননী সুরক্ষা যোজনায় ১ জন করে সুবিধাভোগীকে ৫ হাজার টাকা করে এবং ৩ জন সুবিধাভোগীকে আয়ুমান কার্ড প্রদান করেন। পরে সাংবাদিকদের প্রশের উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্য সেবা হচ্ছে সবচেয়ে মহৎ সেবা। নরসিংগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকায় কোভিডের প্রথম ডোজ ১০০ শতাংশ মানুষকে এবং ৪৮ শতাংশ দ্বিতীয় ডোজ প্রদান করায় স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশংসা করেন তিনি।

নরসিংগড়ের কোভিড টিকাকরণ কেন্দ্র পরিদর্শনকালে প্রধান সচিব জে কে সিনহা, স্বাস্থ্য অধিকর্তা রাধা দেববর্মা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী সিং নরসিংগড়ে স্টেট ফাউণ্ডেশান হোম পরিদর্শন করেন এবং অনাথ শিশুদের উদ্ভাবনী চিন্তাধারার মাধ্যমে শিশুদের মানসিক বিকাশে সহায়তা করার পরামর্শ দেন।

ত্রিপুরা এখন উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছেঃ কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'পূবে সক্রিয় হও' নীতির সঠিক বাস্তবায়নের ফলে ত্রিপুরা এখন উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। ত্রিপুরা ক'ষি, যোগাযোগ, পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, গ্রামীণ এবং শহরের জনগণের জন্য আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি করছে। আজ আগরতলার পোলো টাওয়ার হোটেলের কনফারেন্স হলে 'কাস্টমার আউটরিচ' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী রামচন্দ্র প্রসাদ সিং এই অভিমত ব্যক্ত করেন। সেইল এবং এনএসটিসি'র যৌথ উদ্যোগে এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী বলেন, আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ স্থাপিত হলে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ আরও উন্নত হবে। ত্রিপুরায় কয়েকটি জাতীয় সড়কের কাজও এগিয়ে চলছে। সাবমের লজেস্টিক হাব নির্মাণের কাজ চলছে। মৈত্রী সেতুর মাধ্যমে চ-গ্রামের সঙ্গেও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে। সব মিলিয়ে ত্রিপুরা উত্তর পূর্বা'লের গেটওয়ে হয়ে উঠবে। এই পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ রূপায়ণে স্টিল অথরিটি অফ ইণ্ডিয়ার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রী শ্রী সিং বলেন, ত্রিপুরার ক'ষিজাত পণ্য ক্যইন আনারস, কাঁঠাল, আদা, হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্পে উৎপাদিত পণ্য বিদেশের বাজারেও রপ্তানি করা হচ্ছে। ত্রিপুরায় উন্নতমানের রাবারের উৎপাদন হচ্ছে। এনএসটিসি'র মাধ্যমে ত্রিপুরায় উৎপাদিত ক'ষিজাত পণ্য বাজারজাত হলে আরও বেশী অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে ও ক'ষকের আয় বাড়বে। সবাই মিলে ত্রিপুরার উন্নয়নে আরও বেশী অংশ গ্রহণে এগিয়ে আসতে মন্ত্রী শ্রী সিং আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ত্রিপুরার স্বাস্থ্য কর্মীগণ ঘরে ঘরে গিয়ে সকলকে কোভিড ভ্যাকসিন প্রদান করছেন। স্বাস্থ্য কর্মীরা ভালো কাজ করেছেন বলেই কোভিড ভ্যাকসিন প্রদানে ত্রিপুরাতে ৯৫ শতাংশ সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামচন্দ্র প্রসাদ সিং স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশংসা করেন। উত্তর পূর্বা'ল তথা ত্রিপুরার উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। তিনি আরও বলেন, এই রাজ্যে জল জীবন মিশন প্রকল্পের মাধ্যমে ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছানোর কাজেও সাফল্য এসেছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেইল ইণ্ডিয়া-এর কার্যনির্বাহী অধিকর্তা মনীষ আগরওয়াল। তাছাড়াও আলোচনায় অংশ নেন সেইলের চেয়ারম্যান সোমা মণ্ডল, এনএসটিসি'র সিএমডি এস কে গুপ্ত, ইস্পাত মন্ত্রকের জয়েন্ট সেক্টেরারি পুণিত কনসাল, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব জেকে সিনহা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সেইল এবং এন এস টি সি'র বিভিন্ন কাজের উপর প্রতিবেদন তুলে ধরা হয়।

দিল্লির কোর্ট চত্বরে গ্যাংস্টারদের লড়াই, নিহত কুখ্যাত ডন গোগীসহ চার

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স) : কোর্ট চত্বরে বড়সড় গুলি চালানোর ঘটল রাজধানী দিল্লিতে। দিনে দুপুরে আইনজীবীর বেশে চত্বরে প্রবেশ করে আততায়ীরা। তারপর দিল্লির মোস্ট ওয়ান্টেড জিতেন্দ্রকে লক্ষ্য করে ২ আততায়ী গুলি চালায় বলে খবর। ঘটনায় ৩ জন আক্রান্ত। জিতেন্দ্রকে পুলিশ আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময়ই এই ঘটনা ঘটে। শেষ পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে এই গ্যাংস্টার যুদ্ধের পরিণামে অন্ততপক্ষে ৪ জন মারা গিয়েছেন। ঘটনার জেরে দিল্লির রোহিণী আদালত চত্বরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে যায়। এই গোটা ঘটনায় এদিন দিল্লির বুকে কমপক্ষে ৩৫ থেকে ৪০ রাউন্ড গুলি চলে।

সূত্রের খবর, আগে থেকেই দিল্লির মোস্ট ওয়ান্টেড গ্যাংস্টার জিতেন্দ্রকে আদালতে আনা হবে বলে জানত বিরোধী পক্ষের গ্যাংস্টাররা। এদিকে, জিতেন্দ্র আদালতে আসতেই কক্ষের মধে ততক্ষণে আইনজীবীর বেশে লুকিয়ে ছিল আততায়ীরা। সেই সময়ই টার্গেটে শান দিয়ে চলে গুলি। মুহূর্তে মারা যায় জিতেন্দ্র। এরপরই বাকি দুই আততায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি করে পুলিশ। দুই আততায়ী তখনই মাটিতে লুটিয়ে যায়। পরে জানা গিয়েছে তারা মারা গিয়েছে। উল্লেখ্য, ২ বছর আগে গ্যাংস্টার জিতেন্দ্র মান গোগীকে গুরুগ্রাম থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, যারা গোগীকে টার্গেট করে মেরেছে, তারা টিল্লু তাজপুরিয়া গ্যাংয়ের সদস্য বলে জানা যায়। এদিকে, আদালত চত্বরে এই ঘটনায় এক মহিলা আইনজীবী আহত হন। এক নিমেষে শেষ হয় একাধিক প্রাণ। প্রসঙ্গত, দিল্লির যে মোস্ট ওয়ান্টেড গ্যাংস্টারকে খুন করতে এদিন বিরোধী গ্যাংয়ের আততায়ীরা কোর্টে হাজির হয়, সেই গোগীকে দিল্লির পুলিশের স্পেশ্যাল সেল যখন ২ বছর আগে গুরুগ্রাম থেকে গ্রেফতার করে, তখন গোগী কার্যত দিল্লির ত্রাস হয়ে উঠেছে। তার গ্রেফতারর সময় বিপুল কার্তুজ উদ্ধার হয়েছিল। জিতেন্দ্র গোগীর সঙ্গে সেদিন কুলদীপ ফাজ্জাও গ্রেফতার হয়। যে কুলদীপও ছিল কুখ্যাত গ্যাংস্টার। এদিকে, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে এককালে প্রথম হওয়া গোগী হিংসার রাস্তা বেছে নিতেই ধীরে ধীরে সে দিল্লির ত্রাস হয়। পরে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরে কুলদীপ ফাজ্জা জেল থেকে পালিয়ে যায়। জানা যাচ্ছে গোগী ও ফাজ্জার দখলে দিল্লি জুড়ে প্রায় ৫০ জনের একটি নেটওয়ার্ক রয়েছে।

শিক্ষক স্বল্পতা সহ নানা সমস্যায় ধুঁকছে কদমতলা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। শিক্ষক স্বল্পতা সহ নানা সমস্যায় ধুঁকছে কদমতলা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগ।শিক্ষক স্বল্পতা সহ নানা সমস্যায় জর্জরিত কদমতলা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি।শিক্ষক স্বল্পতার ধরুন শিক্ষার গুণগত মানে ভাটা পড়েছে। রয়েছে পানীয় জলের সংকটও।বারবার জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের কাছে আবেদন জানিয়েও সমস্যা সমাধানের কোনো প্রতিশ্রুতি মিলেনি। সমস্যা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। দাবি উঠছে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপর।

উত্তর জেলার কদমতলা কূর্তী বিধানসভা কেন্দ্রে অবস্থিত কদমতলা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি ১৯৪৯ সালে সাপিত হয়। স্কুল সাপনের পর থেকেই সানীয় বিধানসভা সহ আশপাশ এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের উক্ত স্কুলটি পঠন পাঠনের একমাত্র ভরসা ছিল।গোটা উত্তর জেলার অন্যান্য স্কুলের সাথে তাল মিলিয়ে কদমতলা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টিও সুনামের সঙ্গে ঐতিহ্য কুঁড়িয়ে নিয়েছিল। তারপর ১৯৬৫ সালে দুপুরের সাথে প্রাথমিক বিভাগও শুরু হয় উক্ত বিদ্যালয়টিতে। কিন্তু বর্তমানে পূর্বের সেই সুনাম ও ঐতিহ্য আজ বিলীনের পথে।সম্প্রতি কদমতলা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগে শিক্ষক স্বল্পতার ধরুন কচিকাঁচা ছাত্র ছাত্রীদের পঠন পাঠন লাঠে উঠেছে।অভিভাবক মহলের কপালে চরম দুশ্চিন্তার ভাঁজ।মূলত উক্ত স্কুলে প্রাথমিক বিভাগে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত দুইশো বাষট্টি জন ছাত্র ছাত্রী রয়েছে।তারমধ্যে প্রথম শ্রেণীতে পঞ্চম জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছাপ্পান্ন জন, তৃতীয় শ্রেণীতে পঁয়তাল্লিশ জন, চতুর্থ শ্রেণীতে বাহান্ন জন ও পঞ্চম শ্রেণীতে ঊনষাট জন ছাত্র ছাত্রী রয়েছে। কিন্তু শিক্ষকের সংখ্যা সাকুল্যে দুই জন। কখনো আবার দুই জন শিক্ষকের মধ্যে একজন অসুস্থতা অথবা ছুটিতে থাকার কারনে স্কুলে আসেন না।তখন একজন শিক্ষকই প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত দুইশো বাষট্টি জন ছাত্র ছাত্রীদের ক্লাস করাতে হয়।তাতে করে একজন শিক্ষক প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ছাত্রীদের রোল কল করাতে করাতে সকাল সাড়ে সাতটা থেকে দশটা বেজে যায় বলে অভিভাবকদের অভিমত। অভিভাবকদের অভিযোগ, দুজন শিক্ষক উপস্থিত থাকলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের কপালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেশন ডিলারের গাফিলতিতে ভোগান্তির শিকার সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। রেশন ডিলারের গাফিলতিতে ভোগান্তির শিকার সাধারন মানুষ। ঘটনা বিশালগড় মহকুমার পূর্ব লক্ষীবিল গাও সভায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। বাম আমলেও রেশন ডিলারদের একাংশ বাম মার্গীয় নেতা হওয়ার সুবাদে সাধারণ মানুষ রেশন শপ থেকে সঠিভাবে রেশন সামগ্রী পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকত। ঠিক তেমনি রাম আমলেও নিজেকে শাসক দলীয় নেতা হিসাবে জাহির করে এলাকার সাধারন মানুষকে সঠিকভাবে দিচ্ছে না রেশন সামগ্রী।

এমনই অভিযোগ উঠেছে বিশালগড় মহকুমার পূর্ব লক্ষীবিল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অপরপ্রান্তে অবস্থিত রেশন ডিলার বেবি দেবনাথ এবং তার স্বামী সুধাংশু দেবনাথের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, উক্ত সরকারী ন্যায্য মূল্যের দোকানটি প্রায় সময়ই রেশন ডিলার বেবি দেবনাথ এবং তার স্বামী সুধাংশু দেবনাথ নির্দিষ্ট সময়ের পর নিজেদের মর্জিমাফিক খোলে এবং নির্দিষ্ট সময়ের আগেই রেশন শপ বন্ধ করে ফেলে বলে অভিযোগ জানায় ওই এলাকার স্থানীয় জনগণ।

সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার পূর্ব লক্ষীবিল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অপরপ্রান্তে অবস্থিত রেশন শপে গেলে লক্ষ্য করা যায় যে রেশন ডিলার বেবি দেবনাথ নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অর্থাৎ সকাল ১১ টা বাজার আগেই রেশন শপ বন্ধ করে ফেলেছেন। যার দরুন অনেক সাধারন মানুষকে এদিন উক্ত রেশন শপে গিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। শুক্রবার ফের রেশন ডিলার বেবি দেবনাথ এবং তার স্বামী সুধাংশু দেবনাথের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে গেলছ দেখা যায় পূর্ব লক্ষ্মীবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বার অর্থাৎ উপরে উল্লেখিত রেশন শপের গ্রাহক ঝুটন দাস উক্ত রেশন শপের ডিলার বেবি দেবনাথ এবং তার স্বামী সুধাংশু দেবনাথের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। ঝুটন বাবু অভিযোগ করেন যে ওই রেশন শপে সাধারন মানুষ সঠিভাবে সঠিক সময়ে রেশন সামগ্রী পায় না। অভিযোগ প্রতি মাসের ১ থেকে ১০ তারিখ পর্যন্ত কোনো গ্রাহক ওই রেশন শপে গেলে কোনো রেশন সামগ্রী পায় না সঠিকভাবে। বরং সাধারন মানুষকে মাসে তিন থেকে চার বার যেতে হয় রেশন সামগ্রী আনতে। যার ফলে সাধারন মানুষকে দিনের পর দিন ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। অভিযোগ করোনা পরিস্থিতির সময়ে সরকার সাধারন মানুষের কথা চিন্তা করে বি পি এল ভুক্ত পরিবারগুলোতে ফ্রী চাল দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। সেই ফ্রী চালগুলিও সঠিক ভাবে পায় নি অনেক পরিবার। রেশন ডিলার বেবি দেবনাথ এবং উনার স্বামী সুধাংশু দেবনাথ প্রায় সময়ই রেশনে আসা গ্রাহকদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন বলেও অভিযোগ। সাধারন মানুষের মধ্যে রেশন শপের ডিলারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভ বিরাজ করছে। এখন দেখার বিষয় ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ ওই রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে কি ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ইউপিএসসিতে রাজ্যের যুবকের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের যুবক ধীমান চাকমা ইউপিএসসি এর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ২০২০ তে ৪৮২ র‍্যাঙ্ক অর্জন করেছেন। তাঁর এই সাফল্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব অভিনন্দন জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বলেন, ধীমান চাকমার এই সাফল্য ত্রিপুরাকে গর্বিত করেছেন। অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিকও।

বাইডেনের সঙ্গে বৈঠকে দুই দেশের সম্পর্ক আরও দৃঢ়করার বার্তা দিলেন নরেন্দ্র মোদী

ওয়াশিংটন, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রথম বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে বৈঠকে ভারত-আমেরিকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার বার্তা দিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এই গোটা শতাব্দী কেমন যাবে, তা নির্ভর করছে আপনার নেতৃত্বের উপর। ভারত ও আমেরিকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার বীজ ইতিমধ্যেই বপন করা হয়েছে।' আমেরিকা সফরে গিয়ে এই প্রথম বার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গে বৈঠকে বসলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রথম সাক্ষাতেই বাইডেনের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজকের এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চলতি শতকের তৃতীয় দশকে আমাদের মধ্যে এই বৈঠক হচ্ছে। এই গোটা শতাব্দী কেমন যাবে, তা নির্ভর করছে আপনার নেতৃত্বের উপর। ভারত ও আমেরিকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার বীজ ইতিমধ্যেই বপন করা হয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, "২০১৫, ২০১৬ সালে আপনার সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। ভারত-আমেরিকার সম্পর্ক নিয়ে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি সত্যিই অনুপ্রেরণা দেয়।" এর আগে ওবামা ও ট্রাম্প, দুই রাষ্ট্রপতির সঙ্গেই অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক ছিল মোদীর। তরতরিয়ে এগিয়েছে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। যদিও বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কিছু বিষয় মতভেদ এখনও রয়েছে। বাইডেন দীর্ঘদিন ধরেই ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখেছেন। তিনি ছিলেন ওবামার ডেপুটি। তাঁর আমলে যে আগের সম্পর্কের রেশটি আরো সুদৃঢ় হবে, তা একপ্রকার নিশ্চিত। তবে আফগানিস্তান ইস্যুতে কিছুটা এই মুহূর্তে বিপাকে তিনি। তাই এই বৈঠকের পর আফগানিস্তান নিয়ে কী বার্তা দেওয়া হয়, তার ওপর সকলের নজর থাকবে।

সুস্থ মা ও সুস্থ শিশুরা হল দেশের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ ঃ কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৪ সেপ্টেম্বর।। সুস্থ মা ও সুস্থ শিশুরা হলো দেশের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মায়েরা হলেন শক্তির মূল আধার ও শিশুরা হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ। আজ বিশালগড় টাউন হলে মেগা পোষণ মাস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে এ কথা বলেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, দেশের নারী শক্তিকে আত্মনির্ভর করে নতুন ভারত গড়ে তোলাই হচ্ছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, স্বাস্থ্য শিবির আয়োজনের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি নারী ও শিশুকে নিরোগ এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে তোলার লক্ষ্যেই রাজ্য ও কেন্দ্রের সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, দেশের প্রতিটি মা ও শিশুর কল্যাণের লক্ষ্যেই ২০১৮ সালে পোষণ মাস কর্মসূচির শুরু করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই কর্মসূচি ছাড়াও মা ও শিশুর কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী মাক্র বন্দনা যোজনাও শুরু করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা মন্ত্রী সান্তনা চাকমা বলেন, মায়েরা সুস্থ থাকলে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সুস্থ থাকবে। সুস্থ মা যেন সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে পারেন সেজন্য পোষণ মাস কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। অনুষ্ঠানে তিনি দেশ ও রাজ্য থেকে শিশু শ্রম দূর করার জন্য সরকারের পাশাপাশি সাধারণ জনগণকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, সহকারি সভাধিপতি পিন্টু আইচ, সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা এল রাঙ্খল, সমাজসেবী অ'ন পুরকায়স্থ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সামাজিক ন্যায় বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি শান্তা দাস। স্বাগত ভাষণ রাখেন সিপাহীজলা জেলার সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা আধিকারিক চন্দ্রানী বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে পোষণ মাস কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে পুষ্টিকর খাদ্য তৈরি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের ও কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সিপাহীজলা জেলার প্রত্যেক ব্লক থেকে একজন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

মা আসছেন। প্রতিমা তৈরীতে ব্যস্ত শিল্পী। শুক্রবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।